NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ছাত্রদের দাওয়াই হেডস্যর গম্ভীরের

অ্যান্ডারসনের বিদায় বড় জয়ে রাঙালেন স্টোকসরা ৮

কলকাতা ১৩ জুলাই ২০২৪ ২৮ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.7.2024, Vol.18, Issue No. 34, 8 Pages, Price 3.00

আজ উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট শেষ হতে না হতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। এবার ভোট গণনার পালা। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ বাগদা এবং মানিকতলা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোট গণনা হবে আজ। এই চার কেন্দ্রের ফল নিয়ে রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মনেও কৌতূহল রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রানাঘাট, বাগদা, রায়গঞ্জ কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। আর মানিকতলায় তৃণমূল কংগ্রেস। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের ফল বলছে রায়গঞ্জ, বাগদা এবং রানাঘাট; এই তিন কেন্দ্রেই এগিয়ে বিজেপি। মানিকতলায় এগিয়ে তৃণমূল। উপনির্বাচনে এই ফলের পুনরাবৃত্তি হবে কিনা সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

এদিকে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে ভোট গণনার সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। ভোট গণনা শুরু হবে সকাল আটটা থেকে। গণনা কেন্দ্রের বাইরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল আটটা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। দুপুরের মধ্যেই চার কেন্দ্রের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। চার কেন্দ্রের মধ্যে সর্বাধিক রাউন্ড ভোট গণনা হবে মানিকতলায়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভোট গণনা কেন্দ্রে এই কেন্দ্রের মোট কুড়ি রাউন্ড ভোট গণনা হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। সব থেকে কম রাউন্ড ভোট গণনা হবে রায়গঞ্জে। সেখানে ১০ রাউন্ড ভোট গণনার পরেই চূড়ান্ত ফল সামনে আসবে।

বড় জয় বিজেপি জোটের

মুম্বই, ১২ জুলাই: মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদ নির্বাচনে বড় জয় বিজেপি জোটের। ১১ টি আসনের মধ্যে ৯ টিতেই জয়লাভ করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহায়ুতি অ্যালায়েন্স। সাধারণ নির্বাচনের খারাপ ফলাফলের রেশ অনেকটাই মুছে দিয়েছে মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদের এদিনের ফলাফল। এবারের বিধান পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি মোট ৫ জন প্রার্থী দিয়েছিল। যার মধ্যে পঙ্কজা মুন্ডেও ছিলেন। পাঁচ জনই জয়লাভ করেছেন। শিন্ডে সেনা ও অজিত পাওয়ারের এনসিপি দু'জন করে প্রার্থী দিয়েছিল। সেই চারজনও জয়লাভ করেছেন। অন্যদিকে, বিরোধী মহাবিকাশ অঘাড়ি জোটের মধ্যে কংগ্রেস এবং সেনা ও শরদ পাওয়ারের এনসিপি ৩ জন প্রার্থী দিয়েছিল। চলতি বছরে মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের আগে বিধান পরিষদের এই নির্বাচনকে সেমিফাইনাল হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

পাথরে পিষল গাড়ি, মৃত এক

গ্যাংটক, ১২ জুলাই: ভারী বৃষ্টি আর ধসের জেরে বিপর্যস্ত সিকিম। গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় ধসও নামছে। পরিস্থিতি খারাপ উত্তর সিকিমের। সেখানে বহু জায়গায় ধস নেমেছে। সেই ধসেরই শিকার হয়েছে একটি যাত্রিবাহী গাড়ি। মৃত্যু হয়েছে এক আরোহীর। আহত বেশ কয়েক জন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর সিকিমের সিংথামে একটি যাত্রিবাহী গাড়ি ধসে চাপা পড়ে। গাড়িটি লিঙি থেকে সিংথামের দিকে আসছিল। মাখা সিংবেলের কাছে পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে রাস্তার উপরে ধস নেমে আসে। সেই সময় গাড়িটি ওই রাস্তা ধরেই যাচ্ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিশাল একটি পাথর গাড়ির উপর এসে পড়ে। ফলে গাড়ির একাংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

'নড়বড়ে সরকার বেশিদিন টিকবে না'

উদ্ধব-শরদের সঙ্গে বৈঠকের পর 'ইন্ডিয়া' নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মমতা

মুম্বই, ১২ জুলাই: সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়, কার্যত জোটসঙ্গীদের হাতেপায়ে ধরে তৃতীয়বারের জন্য দিল্লির কুর্সিতে বসেছেন নরেন্দ্র মোদি। এবার কেন্দ্রের প্রতিপক্ষ বিরোধী জোটও বেশ শক্তিশালী। আর এই সরকার যে খুব বেশিদিন স্থায়ী হবে না, প্রথম দিন থেকে তেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মুম্বইয়ে উদ্ধব ঠাকরে অর্থাৎ বিরোধী এক জোট শরিককে পাশে নিয়ে ফের সেকথাই বললেন তিনি। তাঁর সাফ বক্তব্য, বিরোধী জোট খুবই শক্তিশালী এই মুহূর্তে। সরকারকে পদে পদে চাপে ফেলতে প্রস্তুত বিরোধীরা।

আম্বানিপুত্র অনন্তের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে দুদিনের সফরে মুম্বই গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই এক সফরে তিনি একাধিক কর্মসূচি রেখেছেন। তারই একটা বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বৈঠক। শুক্রবার বিকেলে মাতোশ্রীতে দুজনের মধ্যে আলোচনার পর সাংবাদিক বৈঠক করেন তাঁরা। ছিলেন উদ্ধবের ছেলে আদিত্যও। সেখানে একাধিক বিষয় কথা বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তবে উদ্ধব ঠাকরে বার বারই উল্লেখ করেন, 'দিদি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ একেবারেই পারিবারিক, রাজনৈতিক কোনও কথা হবে না। তিনি নিজে কোনও রাজনৈতিক কথা বলেননওনি।

মমতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছিল, তিনি কি চন্দ্রবাবুদের ভাঙিয়ে আনার ইঙ্গিত করতে চাইছেন? জবাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করব না। কারও বিরুদ্ধেও বলব না। কারও পক্ষেও বলব না।' মমতা যখন হাতজোড় করে এই জবাব দিচ্ছেন, তখন দেখা যায় উদ্ধব-পুত্র আদিত্য তাঁর পাশের চেয়ারে বসেই মিটিমিটি হাসছেন। তৃণমূলনেত্রী এ-ও বলেন, 'খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। খেলা চলতে থাকবে।' সামনেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোট। মমতা জানিয়েছেন, ওই ভোটে তিনি উদ্ধব শিবিরের হয়ে প্রচার করবেন। লোকসভা নির্বাচনে উদ্ধব, শরদদের মহাজোট বিজেপিকে যে ভাবে ধাক্কা দিয়েছে, তারও প্রশংসা করেন মমতা। তাঁর কথায়, 'উদ্ধবের হাত থেকে দলের প্রতীক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার পরেও তিনি সত্যিকারের বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করেছেন।'

মুম্বইয়ে গেলেও তিনি কেন কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন না, সেই প্রশ্নেরও জবাব দেন তৃণমূলনেত্রী। মমতা বলেন, 'এখানে (মুম্বই) আগে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন মুরলি দেওরা। তাঁর সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখন এখানকার কোনও কংগ্রেস নেতার সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।' পাশাপাশি মমতা বলেন, 'বাংলায় কংগ্রেস, সিপিএম এবং বিজেপি এক হয়ে লড়েছিল। তবে সর্বভারতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া' ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করছে এবং করবে।' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিল্পপতি সজ্জন জিন্দলও তাঁকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে তিনি যেতে পারছেন না। শনিবার মমতার কলকাতায় ফেরার কথা। এদিন শরদের বাড়ির বৈঠকে ছিলেন সুপ্রিয়া সুলে, রোহিত পাওয়ারেরা। বৈঠকের পরে রোহিত বলেন, 'মমতাদিদির সঙ্গে শরদের দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। তিনি এসেছিলেন। একেবারেই পারিবারিক আলাপচারিতা হয়েছে। রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও কথা হয়নি।'

তবে তৃণমূল নেত্রী ন্যায় সংহিতা আইন লাগু নিয়ে কেন্দ্রকে একপ্রস্ত আক্রমণ করেছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের স্থায়িত্ব নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, কীভাবে টিকবে সরকার? বিরোধী জোটের শক্তি নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটে কংগ্রেসের অংশ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বাংলায় তো কংগ্রেস, সিপিএমের সঙ্গে কোনও জোট নেই। আমরা তো সিপিএমকে হারিয়েই ক্ষমতায় এসেছি। তাই ওদের হাত ধরে চলব না। তবে দিল্লিতে কংগ্রেস-সহ সকলে আমরা একসঙ্গে আছি। আর আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী।' এই সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের জেলবন্দি করা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে আরও বাড়বে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপরে। যার জেরে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতায়। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সূত্র অনুসারে এদিন দিনভর হালকা বৃষ্টি হয়েছে। মৌসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপর সক্রিয় হওয়ায় জেলাগুলিতে তিনদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। ভারী বৃষ্টি না হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ছিল। তবে দিনভর আকাশ ছিল মূলত মেঘলাই।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনিবারও ফেয়ারলি ওয়াইড স্প্রেইড রেইন হবে দক্ষিণবঙ্গে। রবিবার ও সোমবার স্ক্যাটারড রেইনের সম্ভাবনা। অর্থাৎ, বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস ও সেইসঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে। শনিবার কলকাতা, হাওড়া, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকবে। শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে।

এদিকে দুর্যোগ কাটছে না উত্তরবঙ্গের বরাত থেকে। উত্তরবঙ্গে শনিবারেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। নিচের দিকের তিন জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা ক্রমশ কমতে থাকবে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। ফলে নতুন করে প্লাবিত হতে পারে এলাকা। পার্বত্য এলাকায় ধসের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিনই নতুন করে কালিম্পংয়ে এনএইচ-১০-এ ধস নামে। সিকিম, ভুটান, অসম, মেঘালয়ে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। তার ফলে দুর্ভোগ চলবে উত্তরবঙ্গের নিচু এলাকাতে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিচের দিকের তিন জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে রবিবার পর্যন্ত। শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তবে সোমবার থেকেই বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে।

কেজরিকে অন্তর্বর্তী জামিন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: অবশেষে স্বস্তি। সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কিন্তু এখনই জেল থেকে বেরতে পারবেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। কারণ আবগারি মামলায় সিবিআইয়ের হাতেও গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। ইডির অভিযোগের ভিত্তিতে জামিন পেলেও সিবিআই গ্রেপ্তারির কারণে এখনও জেলে থাকবেন কেজরি।

গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছিল ইডি। সপ্তাহদুয়েক পরে তাঁকে পাঠানো হয় তিহার জেলে। পরে সুপ্রিম নির্দেশে ২১ দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান তিনি। লোকসভা নির্বাচন শেষ হতেই ফের জেলে আত্মসমর্পণ করতে হয় আপ সুপ্রিমোকে। পরে আবগারি মামলায় কেজরিকে জামিন দেয় দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ কোর্ট। কিন্তু সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট।

তবে এখনই নয় জেলমুক্তি

তার মধ্যেই তিহার জেলে গিয়ে কেজরিকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। সেই মামলার ভিত্তিতে ১২ জুলাই পর্যন্ত জেল হেপাজতে আপ সুপ্রিমোকে পাঠিয়ে দেয় দিল্লির আদালত। কিন্তু জামিন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন কেজরি। তবে এখনও তাঁকে থাকতে হবে জেলেই। কারণ সিবিআইয়ের দায়ের করা মামলায় আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত কেজরিকে জেল হেপাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির আদালত।

তবে জেলমুক্তি না হলেও শীর্ষ আদালতের এই রায়কে নৈতিক জয় বলেই মনে করছেন কেজরিওয়ালের আইনজীবী। জামিন দিতে গিয়ে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, 'গত ৯০ দিন ধরে কারাবাসের ভোগান্তি সহ্য করতে হয়েছে কেজরিওয়ালকে। তিনি একজন নির্বাচিত নেতা। তিনি সেই দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন কিনা সেটা ওঁর সিদ্ধান্ত।' কেজরির জামিনের রায়কে স্বাগত জানিয়ে আপ নেতা রাঘব চাড্ডা এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন, 'সত্যমেব জয়তে।' তবে বিজেপির কথায়, অন্তর্বর্তী জামিন পাওয়া মানেই কোনও অভিযুক্ত নির্দোষ প্রমাণিত হন না।

আড়িয়াদহের ভিডিয়োকাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন জয়ন্ত

ঘটনার পুনর্নির্মাণের পর সিল করা হয়েছে তালতলা ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাংদোলা করে মারধর করেছিলেন কেন? ঘটনার পুনর্নির্মাণ শেষে তালতলা ক্লাব থেকে বেরোনোর সময় জয়ন্ত সিংকে এই প্রশ্ন করেছিলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। জবাবে জয়ন্তও পাল্টা প্রশ্ন ছোড়েন। বলেন, 'আমাকে কি দেখেছিলেন?' শুধু তা-ই নয়, কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবি ঘিরে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা নিয়েও মুখ খুললেন জয়ন্ত। দাবি করেছেন, মদনের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। ঘটনাচক্রে, জয়ন্ত-বিতর্কে মুখ খোলায় দমদমের সাংসদ সৌগত রায়ের মতো তিনিও হুমকি ফোন পেয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছিলেন মদন।

এদিকে, শুক্রবারই ঘটনার পুনর্নির্মাণের পর আড়িয়াদহের জয়ন্ত সিংয়ের তালতলা ক্লাব সিল করেছে পুলিশ। তাঁকে নিয়ে এদিন ওই ক্লাবে ঘটনার পুনর্নির্মাণে যান তদন্তকারীরা। তার পর ক্লাব সিল করে দেওয়া হয়। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কেউ ওই ক্লাবে প্রবেশ করতে পারবেন না বলেই জানানো হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে ওই ক্লাব থেকে একটি লোহার রডও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই লোহার রড দিয়ে ক্লাবের সদস্যরা মারধরের সময় ব্যবহার করত বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

তালতলার ক্লাব জয়ন্তের 'আদালত' বলেই পরিচিত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সেখানেই জয়ন্ত ও তাঁর শাগরেদরা আদালতের মতো করে 'বিচার' চালাতেন। অভিযোগ, অনেককেই ক্লাবে ডেকে এনে মারধর করেছিলেন তাঁরা। যুবক-যুবতীকে মারধরের যে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছিল, সেটিও সেই তালতলা ক্লাবেরই। শুক্রবার সেখানেই জয়ন্ত ও তাঁর দুই শাগরেদকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিকেরা। সেখান থেকে বার করে জয়ন্তকে গাড়িতে তোলার সময় তাঁকে ঘিরে ধরে নানাবিধ প্রশ্ন করতে থাকেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। প্রকাশ্যে আসা ভিডিয়ো নিয়ে সেই সময়েই জয়ন্ত পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, তাঁকে কি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'যে ছিল, সে শাস্তি পাবে।'

শতাব্দী শেষে শীর্ষস্থানেই ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: চিনকে সরিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশের তকমা পেয়েছে ভারত। ২০১১ সালের পর ভারতে জনসুমারি না হলেও ২০২৩ সালের রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, দুই দেশের মধ্যে জনসংখ্যার পার্থক্য প্রায় ২০ লক্ষের। ভারতের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। অন্যদিকে, চিনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লক্ষ। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত রাষ্ট্রসংঘের একটি জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমীক্ষায় অবশ্য দাবি করা হয়েছে, ২০৬০ সালে ভারতের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি হবে; ১৭০ কোটি। তার পরই ভারতের জনসংখ্যা ১২ শতাংশ কমবে।

হাথরাস-কমিটির দাবি খারিজ সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: হাথরাসে পদপিষ্ট হয়ে ১২৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। হাথরাসের ঘটনার তদন্ত পাঁচ সদস্যের কমিটি গড়া হোক। সেই কমিটির নেতৃত্বে রাখা হোক সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে। এই দাবিতে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। মামলাটি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, এই মামলা জনস্বার্থ মামলা হিসাবে সুপ্রিম কোর্টে আনার যৌক্তিকতা নেই। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীদের হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

২৫ জুন পালন করা হবে 'সংবিধান হত্যা দিবস'

ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: দেশের নবগঠিত সরকারকে শুরু থেকেই 'সংবিধান বিরোধী' বলে দেগে দেওয়ার রণকৌশল নিয়েছে বিরোধীরা। পাল্টা কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার সিদ্ধান্ত নিল, তারা কংগ্রেস আমলের সংবিধান বিরোধিতাকে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরবে। ৪৯ বছর আগে কংগ্রেস সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল যে দিন, সেই ২৫ জুন তারিখটিকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসাবে পালন করবে তারা।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, '১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি আমাদের দেশের গণতন্ত্রের আত্মাকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন। দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন স্বৈরাচারী মানসিকতা কাকে বলে। বিনা অপরাধে সেই সময়ে জেলে গিয়েছিলেন লাখ লাখ মানুষ। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধও করা হয়েছিল। সরকার তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতি বছর ২৫ জুন তারিখটিকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসাবে পালন করার। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় যাঁরা ওই অমানবিক বেদনা সহ্য করেছিলেন, তাঁদের প্রতিই সম্মান জানাবে দিনটি।'

শুক্রবার ওই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে তাঁর ঘোষণার পরেই সিদ্ধান্তটির আড়ালে থাকা কেন্দ্রের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। প্রশ্ন উঠেছে, যে জরুরি অবস্থা নিয়ে গত ১০ বছরে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি বিজেপি, তারা হঠাৎ এতদিন পরে তৎপর হল কেন? একই সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, তবে কি শক্তিবৃদ্ধি করা বিরোধীকে দুর্বল করতেই বিশেষ উদ্যোগ?

শাহের ওই পোস্টের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে সোজা-সাপটা মনে হলেও এর নেপথ্যে অন্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তারা এ-ও বলছে যে, কেন্দ্র সরকারের ঘোষণা আদতে বিরোধী ঐক্যকে দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্যে।

প্রথম যুক্তি হল সময়! গত ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে মোদি সরকার। কিন্তু ১৯৭৫ সালে হওয়া জরুরি অবস্থা নিয়ে এর আগে বিশেষ জোর দিয়ে সমালোচনা করতে দেখা যায়নি তাদের। বরং এর আগে যখন সংবিধান দিবস পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল মোদি সরকার, তখন ২৬ নভেম্বর তারিখটিকে বেছেছিল তারা। বিরোধীরা তখন ২৬ জানুয়ারির কথা বলে আপত্তি তুলেছিল। দশ বছর পরে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত মোদি সরকার তখন নিয়েছে, যখন কেন্দ্রে বিরোধীরা শক্তিশালী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

LIC পলিসি নং 426885835 এতে আমার ছেলের নাম Miran Mondal এবং নমিনী স্থানে আমার নাম Johina Bibi আছে। গত ০৫/০৭/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Rahatan Bibi (Actual Name) এবং Johina Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি স্নেহা শর্মা, স্বামী ডাক্তার জিতেন্দ্র লাধানিয়া, ঠিকানা C1001, টাটা এভিনিদা, 2G/7 দোরাবজি টাটা রোড, অ্যাকশন এরিয়া 3, নিউটাউন, কলকাতা-700160, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা কোর্ট-এ, পশ্চিমবঙ্গ/উত্তর 24 পরগনা এর Affidavit দ্বারা স্নেহা শর্মা লাধানিয়া নামে পরিচিত হইলাম, Affidavit Number 3521 dated 25 জুন 2024, স্নেহা শর্মা এবং স্নেহা শর্মা লাধানিয়া উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

I, **NIRMALENDU BHATTACHARYYA,** S/o - LATE DIBAKAR BHATTACHARJEE, R/o - Block-A, Flat No. A2, 27, Bediadanga Masjid Bari Bye Lane, P.S - Kasba, Kolkata - 700039 shall henceforth be known as NIRMALENDU BHATTACHARYYA as declared before the Notary Public at Kolkata Vide Affidavit Dated: 03.07.2024, **NIRMAL BHATTACHARYYA** and **NIRMALENDU BHATTACHARYYA** both are same and one identical person.

আমি সলোনী কে শাহ, পিতা বিপিন মগিয়া, স্বামী এনাল কানাইয়ালাল শাহ, ঠিকানা-৭/১ হেশাম রোড, কোলকাতা৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ নোটারিপাবলিককোর্ট কোলকাতা-এর Affidavit দ্বারা সলোনী শাহ নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.AR 254575 Dated 3rd July 2024 সলোনী কে শাহ ও সলোনী শাহ একই ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল

৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই জুলাই। ২৮ শে আষাঢ়, শনিবার । সপ্তমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরি বুধের র বিংশত্তরি চন্দ্র র মহা দশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনস্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি , বাস্তুজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে সচেতন হতে হবে। কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, 'তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : জমি সহ বাড়ি সমস্যা থেকে মুক্তি।অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

(আজ দার্জিলিং গোর্খা কবি শ্রী ভানু ভক্ত আচার্য্য র ২১১তম শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 11/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 09 নং এফিডেভিট বলে Sk. Asgar Ali S/o. Sk. Amjed Ali ও Asgar Sekh S/o. A. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 10/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9017 নং এফিডেভিট বলে Swapan Sadhukhan S/o. Rabindra Nath Sadhukhan ও Swapan Kr Sadhukhan S/o. R. N. Sadhukhan সাং জয়পুর, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 03/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8467 নং এফিডেভিট বলে Sk. Anahar Mondal S/o. Sk. Yunus Rahaman ও Sk. Anahar Mandal S/o. Sk. Y. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 11/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 10 নং এফিডেভিট বলে Ashim Kumar Ghosh S/o. Asit Kumar Ghosh ও Ashim Kr Ghosh, Asimkumar Ghosh S/o. A. K. Ghosh, Asitkumar Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 11/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 14 নং এফিডেভিট বলে Tapan Kumar Datta S/o. Surendra Nath Datta ও Tapan Kr Datta S/o. Lt S N Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 04/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4261 নং এফিডেভিট বলে Baneswar Hansda ও Dashu Hansda S/o. Kanai Hansda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 11/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 12 নং এফিডেভিট বলে Pranab Kumar Maiti S/o. Purna Chandra Maiti ও Pranab Kr. Maiti S/o. P. Ch. Maiti, Purnachandra Maiti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 11/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 06 নং এফিডেভিট বলে আমি Swagata Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Soujit Kumar Ghosh ও Soujit Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 21/06/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3831 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Saifuddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Sajahan ও Sk Sahajahan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 02/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 440 নং এফিডেভিট বলে Shekh Abdul Halim S/o. Sk Habibullah ও Md. Abdul Halim S/o. Sk H Bullah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 28/03/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 2269 নং এফিডেভিট বলে Jayanta Neogi S/o. Tarun Neogi ও Jayanta Kr Neogi S/o. T. K. Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

E-TENDER

E- tender are invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat(Under Karimpur- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 06/5th SFC/PGP/2024-2025.** Last date of submission **22.07.2024 up to 4a.m.** For details please contact the Office or visit **www. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat.

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIET NO- 03/NARA- II/15thFC (TIED FUND)/2024-25, 04/NARA- II/5thSFC/2024-25,** Last date of submission **18.07.2024 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Narayanpur- II Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tender are invited by The Prodhan, Sahebnagar Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, Pin-741156. **NIET NO. 07/5th SFC Tied(03)/2024-2025(03), 08/5th SFC UnTied(05)/ 2024-2025(05).**
Last date of submission **18/07/2024 up to 9.55a.m.** For details please contact to the Office visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Sahebnagar Gram Panchayat.

E-TENDER

E- tender are invited by the Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIET No. 03/15th CFC (TED) 2024-2025.** Last date of submission **22.07.2024 up to 10a.m.** For details please contact the Office or visit **www. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan, Raghunathpur Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIET NO. 04/15thFC/2024-25.** Last date of submission **15.07.2024 up to 10a.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলের নির্দেশে ও তাদের পক্ষে- শ্রী চঞ্চল কুমার সরকার পিতা- ঁতরুন কুমার সরকার সাকিম- গোপীনাথপুর, পোঃ থানা-চন্দ্রকোনা জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এর অধীন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার চন্দ্রকোনা মৌজায় হাল ২৮০৬ দাগে ০.২৭৬ শতক, হাল ২৮০৭ দাগে ০.১৪ শতক ও হাল ২৮১৫ দাগে ০.২৪৯ শতক সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন ও বিক্রয়াদির জন্য শ্রী শান্তনু সরকার পিতা- ঁতরুন কুমার সরকার সাকিম-গোপীনাথপুর, পোঃ ও থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর যথা আমাকে গত ইং-২১/০৩/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর চন্দ্রকোনা অফিসে ৪ নং বহির ১০১১০০০০২ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।
উপরোক্ত আমমোক্তর বলে আমি শ্রী শান্তনু সরকার গত ইং- ২৪/০৬/২০২৪ তারিখে চন্দ্রকোনা এ.ডি.এস.আর অফিসে ১ নং বহির ৩৭৭৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় দলিলমূলে চন্দ্রকোনা থানার চন্দ্রকোনা মৌজায় হাল ২৮০৬ দাগে ০.২৭৬ শতক, হাল ২৮০৭ দাগে ০.১৪ শতক ও হাল ২৮১৫ দাগে ০.২৪৯ শতক সম্পত্তি শ্রী ভরত সেন পিতা শ্রী তিলক সেন সাকিম-গোপালপুর, পোঃ ও থানা-চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর কে বিক্রয় করিয়াছি।
উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী অফিস এবং বি.এল.আর.ও চন্দ্রকোনা-২ অফিসে অভিযোগ দায়ের করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
ইতি
শ্রী শান্তনু সরকার পিতা- ঁতরুন কুমার সরকার সাকিম-গোপীনাথপুর, পোঃ ও থানা-চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১২০১।

Amit Kumar Das
Advocate
Judges' Court, Paschim Medinipur
Enrolment No.- F/298/183 of 2009

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত মেদিনীপুর
প্রবেট কেশ নং - ১০/২০২০
রবীন্দ্রনাথ আদক .....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত নওগাঁ মোকামের সর্ব্ব সাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত মানগোবিন্দ মাইতি-র সম্পাদিত গত ইং - ১৯.১১.২০১৮ তারিখের উইল প্রবেট পাওনের জন্য দরখাস্তকারী আদালতে অত্র নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং বা উকিল বাবুর দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

SCHEDULE

1) District: Paschim Medinipur, under P.S. Sabang, of Mouza - Naugan, J.L. No. 359, Khatian No. 620

R.S. Plot No.	L.R. Plot No.		
1663	1785	Bastu	63 decimals
1683	1810	Jal	15 decimals
1700	1823	Jal	11 decimals
1734	1858	Danga, Puratan Patit	08 decimals
1737	1861	Danga, Puratan Patit	17 decimals
1955	2093	Jal	13 decimals
1975	2113	Jal	15 decimals
1994	2132	Jal	39 decimals
2025	2164	Jal	74 decimals
2151	2296	Jal	27 decimals
2441	2591	Jal	14 decimals
1739	1863	Danga, Puratan Patit	02 decimals
1735	1859	Pukur	03 decimals
1511	1623	Kala	20 decimals
1518	1634	Pukur	04 decimals
1461	1572	Jal	01 decimals
2472	2622	Jal	03 decimals

2) District: Paschim Medinipur, under P.S. Sabang, of Mouza - Barsahara, J.L. No. 358, Khatian No. 417

R.S. & L.R. Plot No.		
44	Jal	46 decimals
274	Jal	48 decimals

By order
Tapas Ranjan Chakraborty
Dt. 01/09/2023 Sheristadar
District Delegate Paschim Medinipur,

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মেদিনীপুর
প্রবেট ০৬/২০২৪

অর্জুন সাহা দীং ... দরখাস্তকারীগন
দরখাস্তকারীগন ঃ- অর্জুন সাহা, গোপাল সাহা, উভয় পিতা- ঁসীতারাম সাউ প্রঃ সাহা, সাং, বিই ১২- বিধাননগর, পোঃ- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত দরখাস্তকারীগন স্বর্গীয়া রামরতি কুঙর সাউ স্বামী- ঁমৌজি লাল সাউ দ্বারা সম্পাদিত ০৬.০১.২০০৫ তারিখের উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে উক্ত প্রবেট কেস ০৬/২০২৪ নং মোকর্দ্দমা করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানি হইবে ।

তপশীল

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও এ.ডি.এস.আর অফিস, পরগনা মিউসিপ্যালিটি- মেদিনীপুর, মৌজা- সেকপুরা, জে.এল নং- ১৭২, আর. এস খতিয়ান নং-৭, দাগ নং-১৭১, পরিমান- ০.০৬৬০ একর।

আদেশানুসারে
Supriya Patra
সেরেস্তাদার
প্রথম সিভিল জজ উচ্চ বিভাগ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর,
১১.০৭.২০২৪

NOTICE

District: Hooghly
In the Court of Ld. District Judge at Chinsurah
Ref: Mat Suit No. 336/2022

CHANDRA BHADRA, W/o Pabitra Bhadra, D/O Sri Sekhar Baul, of Vill. - Tinna Ilampur, P.O.- Tinna, P.S.- Pandua, Dist. – Hooghly, West Bengal **....Petitioner/Wife**

-Vs-

PABITRA BHADRA; S/o - Nilratan Bhadra, of Vill. - Golaknagar, near Rail Line, P.O. & P.S. - Bongaon, Pin - 743235, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal **.....Respondent/Husband**

This is to inform you that the above named Petitioner has filed a Mat Suit being No. 336/2022 before the Ld. District Judge at Chinsurah against his husband namely Pabitra Bhadra, the above named Respondent of this Petition U/s - 13(1)(ia) of Hindu Marriage Act. Within 30 days from the publication of this Notice the Respondent is hereby requested to appear before the Ld. Court through yourself or through your Ld. Advocate otherwise the suit will proceed as Exparte.

Dipika Paul
Petitioner's Advocate

By Order,
Charan Singh
Seristadar
Ld. District Judge at Chinsurah

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমত্যা রানু সেন, স্বামী ঁমনোসিজ সেন, সাং-১৬২, এন.এস. রোড, ফকিরডোবা লেন, পোঃ-এম.জি. কলোনী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯, এর নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে ঃ-
আমার উক্ত মক্কেলের স্বামী অধুনা পরলোকগত মনোসিজ সেন, পিতা ঁবাদল সেন এর মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি আমার উক্ত মক্কেলের নিম্ন তপশীল বর্নিত বসত ভিটা সম্পত্তির টাইটেল দলিলটি যাহা চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে বিগত ইংরাজী ২৬.০৯.২০২৩ তারিখে রেজিষ্ট্রি হইয়াছিল ও উক্ত অফিসে ১নং বই এর ০৬০৪-২০২৩ নং ভল্যুমে ৭৩৩১৭ নং হইতে ৭৩৩৩৬ নং পাতায় ২০২৩ সালের ০৬০৪০৩৪১৭ নম্বর দলিল রূপে অনুলিখিত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।
উক্ত দলিল মূলে কেহ কোন প্রকার কার্য্য করিলে তাহার জন্য আমার উক্ত মক্কেল বা তাহার পরিবারের কেহ কোন সময়ে, কোনরূপে, কোন প্রকারে দায়ী হইবেন না।

তপশীল বর্নিত সম্পত্তি

জেলা হুগলী, থানা ও মিউনিসিপ্যালিটি ভদ্রেশ্বর এর অধীন সাবেক ৩, বর্তমানে ১৯ নং ওয়ার্ডে হোল্ডিং নং-৯১/ ১, এন.এস. রোড (সাউথ), জে.এল. নং-৯, মানকুন্ডু মৌজায় আর.এস. ২৫৫৬ ও ২৫৫৭ নং দাগ মোতাবেক সাবেক এল.আর. ৪০৪৬, বর্তমান এল.আর. ৮৫৮২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ২৯০৪ নং দাগে ১ কাঠা ৩ ছটাক ১০ বর্গফুট বাস্তু সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদী।

নির্দেশানুযায়ী
(শুভজিৎ সেনগুপ্ত)
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

পঞ্চায়েতেও সম্পত্তিকর মেটানোর সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের মত এবার রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা অনলাইনে সম্পত্তিকর মেটানোর সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে তিনটি কিস্তিতে তাঁদের সম্পত্তিকর মেটানোর সুযোগ দেওয়া হবে বলে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কম্পিউটার বা স্মার্টফোন থাকলে অনলাইনে সম্পত্তিকর জমা দেওয়া যাবে। সব ঠিক থাকলে পুজোর আগেই গোটা রাজ্যে এই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। রাজ্যের ৩,৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এক যোগে শুরু হবে এই সুবিধা। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলেছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর। এতদিন শুধুমাত্র পুরসভা এলাকায় এই সুবিধা মিলত। অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের পৈতৃক বাড়ি গ্রামে। তাঁরা কর্মসূত্রে কলকাতায় বা রাজ্যের বাইরে থাকেন। এই পরিষেবা চালু হলে তাঁদের আর কর জমা দিতে গ্রামে ছুটে যেতে হবে না। সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়প্রমাণ বকেয়া পড়ে থাকার সমস্যাও কমবে। এখন পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে সরাসারি সম্পত্তি কর জমা দেওয়া হয়। তাছাড়া কর সংগ্রাহকেররা বাড়ি বাড়ি গিয়েও সম্পত্তি কর সংগ্রহ করেন। এই কর সংগ্রাহকদের সংখ্যাটা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার।

নবান্ন সূত্রে খবর, এখন থেকে তাঁদের কাছে থাকবে একটি করে কিউ আর কোড এবং পস মেশিন। এর মাধ্যমে ইউ পি আই এবং ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে কর দেওয়া যাবে।ইউপিআই পরিষেবার মাধ্যমেও কিউআর কোড স্ক্যান করে কর জমা দেওয়া যাবে। এজন্য একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি কার হচ্ছে। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে ফলে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সাত কোটি বাসিন্দা উপকৃত হবেন ।

কলকাতা কর্পোরেশনের হাউস অফ মিটিংয়ে হকার্স উচ্ছেদ নিয়ে বিজেপি কাউন্সিলরদের প্রতিবাদ।

খড়দায় ডেলিভারি বয়দের বিক্ষোভে পুলিশের 'লাঠিচার্জ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একটি বেসরকারি অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার রাইডারদের বিক্ষোভে লাঠিচার্জ করার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনাটি ঘটেছে খড়দার এম এস মুখার্জি রোডের জলে ডোবা পাড়ায়। পুলিশের লাঠির ঘায়ে এক মহিলা-সহ সাত-আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের খড়দার বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। চিকিৎসা করিয়ে আক্রান্তরা খড়দা থানার সামনে জমায়েত হয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে সরব হন। কাজের ওর্ডার কমিয়ে দেওয়া এবং অতিরিক্ত নিয়োগ-সহ একাধিক ইস্যুতে কাজ বন্ধ রেখে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে খড়দার জলে ডোবা পাড়ায় অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার অফিসের সামনে রাইডাররা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খড়দা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের অফিসের সামনে থেকে হটিয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীদের থানায় অভিযোগ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেয় পুলিশ। অভিযোগ জমা পড়লে পুলিশ পদক্ষেপ নেবারও আশ্বাস দেয়। পুলিশি আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা খড়দা থানায় তারা উক্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। বিকেল থেকে ফের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রাইডাররা। অভিযোগ, সংস্থার অধিকারিকরা সন্ধের পর পুলিশ ডেকে আনে। পুলিশে এসেই তাদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে। ঘটনায় এক মহিলা রাইডার-সহ একাধিক কর্মী জখম হয়েছেন। আক্রান্ত মহিলা রাইডার পায়েল দাস বলেন, দিনকে দিন তাদের পে-আউট কমে যাচ্ছে। অথচ মোবাইল রিচার্জ ও পেট্রোলের দাম বেড়েছে। তাই পে-আউট বাড়ানোর দাবিতে তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ এসে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। যদিও কর্তৃপক্ষের তরফে কেউ ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

স্বচ্ছ ভারতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের যুক্ত করার পরিকল্পনা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প সফল ভাবে রূপায়ণ করতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বাদ দিয়ে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সামনে রেখে বিডিও-রা সরাসরি এই কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ন করবেন। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সচিব পি উলুগানাথন জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে শৌচালয়ের প্রয়োজনীয়তা সচেতনতা প্রচারের কাজ মহিলারা বেশি ভালো ভাবে করতে পারবে বলে রাজ্য সরকার মনে করে। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে একাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে পঞ্চায়েত এলাকায় ১২ লক্ষ ৫ হাজার ৯৪৬টি মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। যাদের সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ২২ লক্ষ ৭৬৪ জন। পঞ্চায়েত সচিব চিঠিতে ১৫ অগস্টের মধ্যে এই কর্মসূচি শেষ করার জন্য জেলাশাসকদের জানিয়ে দিয়েছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজ এলাকায় সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি গ্রামের কোন বাড়িতে শৌচালয় রয়েছে, কোথায় নেই, তার তালিকা তৈরি করেছেন। তা গত সপ্তাহেই সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের কাছে জমা পড়ার কথা। বিডিও এরপর এই তালিকা নিয়ে সরকারি পোর্টালে যাচাই করে উপভোক্তাদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করবেন। নিয়ম মতো কাজ শেষ হলেই সরাসরি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে শৌচালয় নির্মাণের টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে।

ইউক্রেন যুদ্ধের ইস্যুতে ভোটদানে বিরত থাকল ভারত

মস্কো, ১২ জুলাই: সদ্যই রাশিয়া সফর থেকে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার পরেই রাষ্ট্রসংঘে রাশিয়ার 'পাশে দাঁড়াল' ভারত। অবিলম্বে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ওই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়নি ভারত। ভোটাভুটি থেকে বিরত থাকে ভারত। উল্লেখ্য, রুশ সফরে গিয়ে অবশ্য প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে মোদি সাফ জানিয়েছিলেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব। সেখানে বলা হয়, ইউক্রেন থেকে অবিলম্বে সেনা সরাতে হবে রাশিয়াকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ জুলাই ২০২৪ ২৮ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার

‘বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য আড়িয়াদহ কোন লোকসভার অন্তর্গত, তা মুখ্যমন্ত্রী জানেন না’, কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আড়িয়াদহের ভাইরাল ভিডিও ইস্যুতে বৃহস্পতিবার মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মুম্বাই যাবার আগে কলকাতা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অবশেষে তোলপাড় হওয়া আড়িয়াদহের সেই ভিডিও নিয়ে অবশেষে তিনি মুখ খোলেন। যদিও অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তিনি দায় ঝেড়ে ফেললেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০২১ সালের ঘটনা নিয়ে তাঁর ইলেকশন ড্যামেজ করার জন্য ৭২ ঘণ্টা ধরে একতরফাভাবে একই নিউজ দেখানো হয়েছে। অথচ সেই সময়টা ওখানকার সাংসদ ছিলেন অর্জুন সিং। এমনকি যারা ঘটনায় অভিযুক্ত, তারা কিন্তু গ্রেফতার হয়ে হয়ে এখনও জেলে আছে।’ প্রসঙ্গত, আড়িয়াদহ কামারহাটি বিধানসভা এবং দমদম লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। দমদম লোকসভা কেন্দ্রে চার বারের সাংসদ সৌগত রায়। তথাপি আড়িয়াদহ কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নাম টেনে আনলেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য খন্ডন করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য আড়িয়াদহ কোন লোকসভা, আর কোন বিধানসভার মধ্যে পড়ে, তা উনি জানেন না। প্রাক্তন সাংসদের কথায়, আসলে তিনি বিজেপির হয়ে লড়াই করেন বলেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নাম নিয়েছেন। যাতে নতুন করে কিছু মামলায় তাঁকে ফাঁসানো যায়।

একইসঙ্গে আড়িয়াদহকান্ড তালিবানি অত্যাচারকেও হার মানিয়েছে বলে এদিন দাবি করেন অর্জুন সিং। আড়িয়াদহের তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে চোর সন্দেহে একজনকে আফগানিস্তানের তালিবানি কায়দায় অত্যাচারের ভিডিও আজ মোবাইলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও সেই অত্যাচারের ভিডিওয়ের সত্যতা যাচাই করেনি একদিন। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করলেন, আড়িয়াদহ তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের অত্যাচার তালিবানি শাসনকেও হার মানিয়েছে। এদিন তিনি বলেন, ‘কলকাতা লাগোয়া আড়িয়াদহে একটা সময় অনেক ছোট ছোট কারখানা গজিয়ে উঠেছিল। সেইসকল কারখানায় উৎপাদিত যন্ত্রাংশ শিল্পাঞ্চলের জুটমিলগুলোতে যোগান দেওয়া হত। পরবর্তীকালে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া সেই কারখানাগুলো দখল করে বিক্রি করে দেয় জয়ন্ত এবং তাঁর দলবল।’ প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এদিন বলেন, ‘জয়ন্ত সিং নিজে পুরসভায় চাকরি করে। ওর ভাই বরানগর পুরসভায় চাকরি করে। বিধায়ক মদন মিত্র ওদেরকে চাকরি দিয়েছে।’ উচ্ছেদ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, গরিব মানুষের পেটে লাথি না মেরে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণগুলো আগে ভাঙা হোক।

এবার প্রকাশ্যে ব্যবসায়ীকে মারধরের ভিডিও ভাইরাল

আড়িয়াদহে নানা রঙ-এ জয়ন্ত-র কীর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আড়িয়াদহের জয়ন্ত সিং যে ‘নোন রাউডি’ তা মেনে নিয়েছে প্রশাসনও। বৃহস্পতিবারই সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের এডিজি মনোজ বর্মা। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বলেন, অন্তত পাঁচবার গ্রেফতার হয়েছেন জয়ন্ত সিং। পাঁচটি মামলায়। তবে একটা বা দুটো ঘটনা নয়, জয়ন্ত যে কতটা ‘রাউডি’, তার প্রমাণও উঠে আসছে এবার।

জয়ন্ত গ্যাংয়ের আরও এক কীর্তি ফাঁস হল সম্প্রতি। আড়িয়াদহে তোলা না দেওয়ায় পার্লার বন্ধ করে দিয়েছিলেন এক ব্যবসায়ীর। রাস্তায় ফেলে ব্যবসায়ী বুদ্ধদেব বেজকে বেধড়ক মারধরও করেছিল জয়ন্ত-গ্যাংয়ের বাবুসোনা চক্রবর্তী। এই ঘটনায় তন্ময় ধর ওরফে বাপ্পা নামে আরও একজনের নাম উঠে এসেছে। যিনি জয়ন্ত সিংয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে দাবি বুদ্ধদেবের। মীমাংসা করানোর নামে ক্লাবে ডেকে নৃশংসভাবে বুদ্ধদেবকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। সালিশির নামে আড়িয়াদহ ঘাট লাগোয়া ক্লাবের মাঠে ডেকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ফলে তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের পর শিরোনামে আরও এক ক্লাব। আক্রান্তের দাবি, বছরখানেক আগে ক্লাবের মাঠে পৌনে দু’ঘণ্টা ধরে চলে বেধড়ক মার। অভিযোগ, জয়ন্ত সিংহের ৪০ জন শাগরেদ মিলে এলোপাথাড়ি মারে বুদ্ধদেব বেজকে। প্রতিবাদ করায় বুদ্ধদেবকে পাড়া ছাড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিল জয়ন্ত গ্যাং, বলে অভিযোগ। এক বছর আগের ঘটনায় দক্ষিণেশ্বর থানায় অভিযোগও দায়ের হয়।

একইসঙ্গে বুদ্ধদেব বেজ এও বলেন, ‘অনেক টাকা দাবি করেছিল আমার কাছে। ব্যবসা করতে গেলে দিতে হবে বলেছিল। না দিতে পারায় হামলা করে। আমি থানায় গিয়ে জিডি করেছিলাম। তবে সেটাই বোধহয় আমার সবথেকে বড় ভুল হয়েছিল। থানা ওদের হয়ত কোনও তথ্য দেয়। এরপরই জয়ন্তী মাঠে ডেকে আমাকে মারধর করা হয়। আমার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আসার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল। আমি সেদিনের মারধরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কারণ, কোনও গরু ছাগলকেও এভাবে পেটায় না। আমি তো সামান্য একটা ব্যবসায়ী।’ শুধু তাই নয়, বুদ্ধদেবের দাবি, ‘মেয়েরা এদের কাছে ছেলেখেলা। এই তন্ময় ধর একাধিক নারীর সঙ্গে যুক্ত আছে। সেগুলো আমরাও দেখেছি। একাধিক মহিলার বাড়িতে গিয়ে ফূর্তি করে।’

চার্চে ঢুকে গুণ্ডাগিরির অভিযোগ শাসকদলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার্চে ঢুকে দাদাগিরির অভিযোগ এবার শাসকদলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল খাস কলকাতা। সরাসরি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে গুণ্ডাগিরির অভিযোগ আনলেন বিশপ। চাইলেন পুলিশি নিরাপত্তা। সূত্রে খবর, এই ঘটনায় চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকেও। ডায়োসিস অব কলকাতা চার্চ কর্তৃপক্ষের অধীনে রয়েছে অক্সফোর্ড মিশন চার্চ। যা বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোডের উপরে বড়িশায় অবস্থিত। অভিযোগ, সেই চার্চের সম্পত্তিতে ঢুকে তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামীরা গুণ্ডাগিরি করে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেন ডায়োসিস অব কলকাতা চার্চ কর্তৃপক্ষ। খোদ কলকাতার বিশপ রেভারেন্ড পরিতোষ ক্যানিং এ নিয়ে সরব হন। চিঠি লেখেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেও।

কলকাতা পুরসভার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ১৬ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়া, প্রাণে মারার হুমকি, ভয় দেখানো-সহ একাধিক অভিযোগ করেন বিশপ। চিঠিতে এও জানানো হয়েছে, প্রায় ২০০ বছরের কাছাকাছি এই চার্চের অধীনে রয়েছে সিস্টার ফ্লোরেন্স কলেজ অব নার্সিং। অর্থাৎ মেয়েদের নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে ঢুকে তৃণমূল কর্মীরা কাউন্সিলরের নাম করে রীতিমতো হুমকি দিয়েছে। মেয়েদের কলেজ হওয়া সত্ত্বেও যখন খুশি ঢুকে পড়ছে তারা। সেই কলেজের ভিতরে একাধিক বিল্ডিং রয়েছে, যেগুলিতে ফাটল ধরে একাকার অবস্থা। অক্সফোর্ড মিশনের তরফে সেগুলির মেরামতির অনুমতি চেয়ে বরো অফিসে চিঠি পাঠানো হলেও তাতে অনুমোদন আসেনি। এমনকী কাউন্সিলরের অনুগামীরা এসে কোনও কাজ করতে নিষেধ করে গিয়েছেন। যে ঠিকাদাররা কাজ করছিলেন, তাঁদের রীতিমত হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে অক্সফোর্ড মিশনের ভিতরে চার্চের সম্পত্তির একটি রাস্তা এবং মাঠ রয়েছে। যেখানে প্রাতঃভ্রমণকারীরা নিয়মিত আসতেন। কিন্তু প্রাতঃভ্রমণকারীদের অনেকেই এসে চার্চের ভিতরে নানান অপ্রীতিকর কাজ করতেন বলে চার্চ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। যে কারণে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তখনই আসরে নামেন এলাকার কাউন্সিলর বলে অভিযোগ। ওই মিশনের মাঠের দরজা কোনওভাবেই বন্ধ রাখা যাবে না বলে বিশপকে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হয়। তবে চার্চ কর্তৃপক্ষ সেটা মেনে না নেওয়ায় রীতিমতো হুমকি উড়ে আসতে থাকে। আর চার্চ সেই অনুমতি না দেওয়ায় প্রভাব পড়ে পার্শ্ববর্তী ওই নার্সিং কলেজের কাজে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় আতঙ্কিত চার্চ কর্তৃপক্ষ এবং ওই নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পড়ুয়ারা।

এদিকে এই ঘটনায় কাউন্সিলর তথা বরো চেয়ারম্যানের তরফে বলা হয়েছে, চার্চের মধ্যে বেআইনিভাবে নির্মাণ চলছে। জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে। নোটিস দেওয়া হয়েছে পুরনিগমের তরফে। পুরনিগমের তরফে আইনি কাজ করা হয়েছে। কোনওরকম হুমকি দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লে জানান, ‘বেআইনি কাজ হচ্ছে আমি অভিযোগ করেছি। পুরনিগম দেখবে আইনি হচ্ছে নাকি বেআইনি।’ যদিও বিজেপি নেতা সজল ঘোষের কথায়, ‘এদের কাউন্সিলর কেউ পোপকে দেখে নেবেন, কেউ বিশপকে দেখে নেবেন। কেউ জেসিবি কেউ জয়ন্ত কেউ শাহজাহান। এসব না করলে ওদের কি চলে? নিজেকে আজকাল কাউন্সিলর বলতেও লজ্জা করে।’ অন্যদিকে সিপিএম নেতা চয়ন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘এসব তৃণমূলের অভ্যাস।’

বঙ্গ বিজেপিতে ফের আদি-নব্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গ বিজেপিতে ফের আদি- নব্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। বাংলায় লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পর বিপর্যয়ের দায় কার এই প্রশ্ন নিয়ে যখন চর্চা শুরু হয়েছে ঠিক তখনই দলের ধারাবাহিক বিপর্যয়ে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বকেই কাঠগড়ায় তুলে রাজ্য বিজেপির কলকাতায় বৈঠকের দিনেই বিজেপির আদি শিবিরের একাংশ। বিজেপি দফতরের সামনেই লাগাতার সত্যাগ্রহ ও অবস্থান আন্দোলনে নামার ঘোষণা বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেডের অপর এক শিবিরের। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, দু’ভাগে বিভক্ত বঙ্গ বিজেপি কি না তা নিয়েই। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটে ভরাডুবির পর প্রথম ১৭ জুলাই কলকাতায় কর্মসমিতির বৈঠকে বসছে বঙ্গ বিজেপি। আর এদিনই বিজেপির কার্যালয় মুরলীধর সেন লেনের সামনে লাগাতার সত্যাগ্রহ ও অবস্থান বিক্ষোভে নামতে চলেছে ‘আদি’ বিজেপি শিবিরের একাংশ।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অন্যান্য পদ্ম নেতৃত্বকে নিশানা করে আদি বিজেপি পরিবার, বিজেপি বাঁচাও মঞ্চের নামে পোস্টারও প্রকাশ করা হয়। রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক কয়েকজন নেতার অপসারণ-সহ নানান দাবি নিয়ে ঠিক যেদিন বিজেপি রাজ্য কমিটি বিপর্যয়ের কারণ পর্যালোচনা ও আগামী দিনে কোন পথে চলবে বিজেপি, সে ব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক বৈঠকে বসার জন্য স্থির করা হয়েছে, ঠিক সেই দিনেই বিজেপিরই ‘অন্য’ শিবির খাস কলকাতায় বিজেপি দফতরের সামনেই আন্দোলনের পথ হিসেবে বেছে নেওয়ায় বিজেপির ঘরোয়া কোন্দল আরও বাড়ল বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের।

এর আগেও মুরলীধর সেন লেনের সামনেই রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে নিশানা করে আন্দোলনে নামতে দেখা গিয়েছে এই মঞ্চকে। যাতে বিজেপির অস্বস্তি বেড়েছিল। এবার ফের আদি বিজেপির একাংশ রীতিমতো ১৭ জুলাই আন্দোলনে নামার পোস্টার প্রকাশ করে দলের নেতৃত্বের নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুলে সরব হতে চলেছেন। এই ঘটনায় পদ্মের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও প্রকট হল বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। বলা বাহুল্য, এটাই প্রথম নয়, এর আগেও রাজ্য বিজেপিতে আদি-নব্য দ্বন্দ্বের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দাওয়াত-এ-ইসলাম মন্তব্যের বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসভার সামনে বিজেপি কলকাতা উত্তর সাংগঠনিক জেলার বিক্ষোভ কর্মসূচি।

ঢোলাহাটকাণ্ডের দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঢোলাহাটের ঘটনায় দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দেন, শনিবার মামলাকারীর উপস্থিতিতে হবে ময়নাতদন্ত। ময়নাতদন্তের সময় একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে উপস্থিত থাকতে হবে। দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের সময়ও ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। ভিসেরা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য হায়দরাবাদে পাঠাতে হবে বলেও নির্দেশ দেন বিচারপতি। আগামী ২২ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। প্রথমবার ময়নাতদন্তে যে রিপোর্ট উঠে এসেছে, তা দেখে একাধিক প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। গ্রেফতার করার সময় যিনি সুস্থ ছিলেন, সেই যুবক জামিন পাওয়ার চার দিন পর মারা গেলেন কীভাবে, এই প্রশ্ন উঠেছে আদালতে। তাই শুক্রবার বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, তদন্তের স্বার্থে ‘প্রমাণ এখনই সংগ্রহ করতে হবে, নাহলে আর ভবিষ্যতে সংগ্রহ করা যাবে না। মৃতের বাবার উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হবে বলে নির্দেশ দেন বিচারপতি।’ এরই পাশাপাশি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সম্পর্কে বিচারপতি উল্লেখ করেন, গ্রেফতারির চারদিন পর দেখা যায় সারা দেহে দাগ, কপালে রক্তের দাগ। রাজ্যকে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ‘অনেক নতুন প্রশ্ন উঠে আসছে। জেলের মধ্যে মৃত্যু না হলেও সারা দেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।’

শুক্রবার একইসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিনহা মন্তব্য করেন, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত এবং বিচারের স্বার্থে এখুনই সমস্ত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। সুন্দরবনের পুলিশ সুপার সমস্ত সাক্ষীদের এবং পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন, যেন তাঁদের হুমকি দেওয়া না হয়। ওই থানার আইসি মানস চট্টোপাধ্যায়কে এই তদন্তের অংশ করা যাবে না। একজন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয়েছে। ময়নাতদন্তের সময় পরিবারের কেউ ছিলেন সেই মর্মে প্রমাণ নেই। ম্যাজিস্ট্রেটও উপস্থিত ছিলেন না। এর প্রেক্ষিতে রাজ্য আদালতকে জানায়, ঢোলাহাটের ঘটনায় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয়নি, কিন্তু ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছে। এরপরই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ম্যাজিস্ট্রেট কেন ছিলেন না তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, কেন পরিবারের লোককে জানানো হয়নি সে ব্যাপারেও। এদিকে গাইডলাইন মেনে ময়নাতদন্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। প্রত্যুত্তরে রাজ্য জানায়, মৃতের জামাইবাবু মহসিন মোল্লা ময়নাতদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন। এর প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর আইনজীবী বলেন, ‘না, আমাদের পরে জানিয়েছে।’ রাজ্য জানায়, ‘দেহ মৃতের বাবাকে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

এরপরই বিচারপতি বলেন, ‘যদি নিয়ম মেনে ময়নাতদন্ত না হয়, তাহলে যথাযথ তদন্তের পথে রাজ্য বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।’ ঢোলাহাটের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালের ভূমিকাও। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জন্ডিসের কথা বলা নেই। ৪ জুলাই যখন প্রথমবারের জন্য নিহত যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তিনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাজ্যের দাবি ছিল, এই বেসরকারি হাসপাতাল জানিয়েছে, যে মৃত যুবক জন্ডিসে আক্রান্ত ছিলেন। বিচারপতির প্রশ্ন, হাসপাতালকে মামলায় পার্টি করা হয়েছে কি না তা নিয়েও।

প্রসঙ্গত, গত চার জুলাই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে জামিন পেয়ে যান তিনি। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে একাধিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে কলকাতায় হাসপাতালে থাকাকালীন মৃত্যু হয় ওই যুবকের। অভিযোগ, গ্রেফতার করার পর ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছিল ওই যুবককে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ঢোলাহাট থানায় বিক্ষোভও দেখান প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা। সঙ্গে বিচারপতি মৃতের পরিবারকে হুমকি দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করতে হবে বলেও নির্দেশ দেন।

মুকুল রায়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনকমুক্ত নয়: শুভ্রাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুকুল রায়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, কিন্তু সংকটজনক, এমনটাই জানালেন পুত্র শুভ্রাংশ। এখনও তিনি রয়েছেন আইসিইউতে। তাঁর সুস্থ হতে সময় লাগবে বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে কাঁচপাড়ায় নিজের বাড়িতে আচমকাই পড়ে যান মুকুল রায়। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। সেই রাতেই তাঁকে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তাঁর। আপাতত আইসিইউ-তে রয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে শুভ্রাংশু এও জানান, ‘চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বাবার সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগবে। তিনি নিয়মিত অবজার্ভেশনের মধ্যে রয়েছেন।’ উল্লেখ্য, মুকুল রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এরপর শুভ্রাংশুর ডাকেও সাড়া দেননি মুকুল রায় বলে আক্ষেপ প্রকাশ করতেও দেখা যায় কুণালকে। সঙ্গে শুভ্রাংশু এও বলেন, ‘বাবা এখনও ঠিকমতো সকলকে চিনতে পারছেন না। কথাও বলতে পারছেন না ঠিক করে।’ উল্লেখ্য, স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই মুকুল রায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তার প্রভাব পড়ে শরীরের উপরেও।

বেশ কয়েকবার জনসমক্ষে তাঁকে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শোনা গিয়েছিল। তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছিল, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, মুকুল রায় ২০১৮ সালে যোগদান করেছিলেন বিজেপিতে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির সমর কৌশল অনেকটাই তাঁর সাজানো ছিল বলে পর্যবেক্ষণ রাজনৈতিক মহলের। এরপর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়েছিলেন কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। সেই বছরই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী। সেই সময় তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেই সৌজন্যের নজির আজও মনে রেখেছে বাংলা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন মুকুল রায়। এরপর তাঁকে সেভাবে আর রাজনীতির ময়দানে সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি। মাঝে অবশ্য তিনি একবার দিল্লি গিয়েছিলেন। সেই সময় বিস্তর শোরগোল পড়েছিল। শুভ্রাংশু দাবি করেছিলেন, তাঁর বাবা শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ নন। জোর করে তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই সময় পুলিশের দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে মুকুল রায়কে সেভাবে সক্রিয় রাজনীতিকের ভূমিকায় দেখা যায়নি।

স্নাতকের প্রথম বর্ষের মেধাতালিকা প্রকাশ, আসন পেলেন না ১ লক্ষের বেশি পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে কাউন্সেলিংয়ের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের মেধাতালিকা প্রকাশ করল উচ্চশিক্ষা দফতর। তবে সূত্রের খবর, প্রায় এক লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া প্রথম রাউন্ডে কলেজে সিট পেলেন না এদিন। মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬৩ জন। তাঁদের মধ্যে প্রথম রাউন্ডে মেধাতালিকায় নাম এসেছে ৪ লক্ষ ২২ হাজার ২৪৫ জনের। এক লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া কোনও কলেজেই আসন পাননি বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৪৬১টি সরাসরি সরকারি কলেজ এবং সরকার পোষিত কলেজ ‘সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল’-এর আওতায় আছে। সেখানে ৭২১৭টি কোর্সে ৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯২১ জন ভর্তি হতে পারবেন। নামকরা কলেজে আবেদনের হার ছিল বেশি। বেথুন, আশুতোষ, সিটি, জয়পুরিয়া,সহ কলকাতার একাধিক কলেজে একটি আসন পিছু ১০ জনের বেশি আবেদন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ভর্তি হওয়ার জন্য। সেখানে মোট আসন সংখ্যার প্রায় ১৯ গুণ আবেদন পড়েছে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এখনও রয়েছে সুযোগ। কারণ, এখনও দু’রাউন্ড কাউন্সেলিং করবে উচ্চ শিক্ষা দফতর। এখন, সেক্ষেত্রে এক লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া এই দুই রাউন্ডে কলেজে সিট পাবেন কি না, তা নিয়ে পর্যালোচনা করছেন উচ্চ শিক্ষা দফতরের আধিকারিকেরা। রাজ্যের মোট ৪৮১টি কলেজ কেন্দ্রীয়ভাবে এই অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাত ধরে চালু হয়েছিল এই ‘সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল’।

এই পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৬১টি সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এই ব্যাপারে আগেই জানানো হয়েছিল, প্রথম দফার মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ১২ জুলাই। ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে আগামী ১৮ জুলাই তারিখের মধ্যে। তারপর আসন অনুযায়ী আবার দ্বিতীয় দফার ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সোহমকাণ্ডে শোকজ টেকনো সিটি থানার আইসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোহম চক্রবর্তীর সঙ্গে নিউ টাউনের রেস্তোরাঁর মালিকের অশান্তির ঘটনায় শোকজ করা হল টেকনো সিটি থানার আইসি সোমনাথ ভট্টাচার্যকে। গত একমাস আগে নিউ টাউনের শুটিং করতে এসে রেস্তোরাঁ মালিকের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। এই ঘটনায় অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ হয় টেকনো সিটি থানায়। পুলিশ সোহমের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য এবং তাঁর বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা করেছে, এই অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা করেন আনিসুল। এরপরই এই মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে বুধবার ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় বিধাননগর কমিশনারেটকে। আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার আদালতে ঘটনার দিন কি ঘটেছিল তার কোন ভিডিও ফুটেজ নেই কেন জানতে চাওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় ঘটনার দিনে সিসিটিভি চলছিল না। এরপরই আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয় রেস্তোরাঁ মালিক বেশ কিছু সিসিটিভি ফুটেজ দিয়েছে যেখানে হাতাহাতির ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। এরই রেশ ধরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এইসব সিসিটিভি ফুটেজ কোথা থেকে আসলো তা নিয়ে। এরপরই বিধান নগর কমিশনারেটের পক্ষ থেকে টেকনোসিটি থানার আইসি সোমনাথ ভট্টাচার্যকে শোকজ করা হয়। একইসঙ্গে হাইকোর্ট বিধাননগর পুলিশের উপ-নগরপালের কাছে রিপোর্ট তলব করে জানতে চাওয়া হয়েছে, টেকনো সিটি থানার সিসি ক্যামেরা কতদিন ধরে কাজ করছিল না তাও জানাতে হবে।

সম্পাদকীয়

মানুষের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় হোক তাঁর মনুষ্যত্ব

আজ ভোট-রাজনীতির জাঁতাকলে 'ধর্ম' পিষ্ট হয়ে মানুষকে বিপন্ন করে তুলছে। এ সময়ে কবি নজরুল বড়ই প্রাসঙ্গিক। যে মানুষটি একই আসরে গাইতে পারেন আগমনী গানের পাশাপাশি ইসলামি ভক্তিগীতি, তাঁকে কি 'ধর্মের কল'-এ বিভাজন করা যায়! তিনিই লিখতে পেরেছিলেন 'মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী'-র মতো পরমাশ্চর্য শাক্তগীতি। আবার তাঁরই কলম থেকে বার হয়েছিল, 'যাবি কে মদিনায়, আয় ত্বরা করি'-র মতো রূপক প্রতীকে মোড়া ইসলামি ভক্তিসঙ্গীত। নজরুল কালের কণ্ঠে পরিয়েছিলেন এমনই সব গানের অক্ষয়মালা। তিনি চেয়েছিলেন মানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ। সেখানে তিনি অন্তহীন প্রেমানুভবে মহীয়ান। সেখানে 'হিন্দু-পুরাকথার অন্তরঙ্গে আন্তরিক ইসলামি প্রত্যয়কে জড়িয়ে এক সর্বভারতীয় জীবন-ঐতিহ্যের লালন এবং উন্মোচন ঘটেছে নজরুলের কবিতায়' (ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সংস্করণ)। আবার ১৯২৬-এর এপ্রিলে কলকাতায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নজরুল লিখেছিলেন, 'ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য।' (ছুতমার্গ)। তিনি অনুভব করেছিলেন গরিব মানুষের একটাই ধর্ম, বেঁচে থাকার আকুল চেষ্টা। আর আপন স্বার্থে ধর্মীয় উন্মাদনায় কিছু স্বার্থান্বেষী সর্বদা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্মের অধিকার' (সঞ্চয়, ১৩২৩) শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনও জাতি যদি মানুষকে পৃথক করতে থাকে এবং তার অধিকারকে সঙ্কুচিত করে, তা হলে সে জাতিকে হীনতার অপমান থেকে রক্ষা করার জন্য কোনও রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল নেই। সেখানে নজরুলও ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেছেন, 'তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী,/ মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী!' নজরুল বরাবরই মনে করতেন, মানুষের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় তার ধর্মীয় চেতনা দিয়ে নয়, মনুষ্যত্ব দিয়ে। আজ এই আদর্শের বড় অভাব।

নেপালী ভাষায় প্রথম রামায়ণ অনুবাদক ভানুভক্ত আচার্য

সত্যব্রত কবিরাজ

নেপালী বা গোর্খা ভাষায় প্রথম রামায়ণ মহাকাব্য অনুবাদ করে সমগ্র নেপালী জনগণের মন জয় করে নেন কবি পন্ডিত ভানুভক্ত আচার্য। ভানুভক্তর জন্ম নেপালের তানাহুন জেলার চুন্ডি রামঘা গ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে। পিতা ধনঞ্জয় আচার্য এবং মাতা ধর্মবতী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র ভানুভক্তর জন্ম ১৮১৪ সালের ১৩ জুলাই। প্রতিবছর নেপালে জাতীয় আদিকবি হিসেবে ভানুভক্তর জন্মজয়ন্তী পালিত হয় ১৩ জুলাই বা নেপালী মাসের ২৯ আসাদ তারিখে।

সে সময়ে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণদেরই সংস্কৃত সাহিত্য পঠনপাঠনের অধিকার ছিল। ভানুভক্ত তার ঠাকুরদার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে বারাণসী আসেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। ভানুভক্তর পিতা ধনঞ্জয় আচার্য ছিলেন একজন সরকারি আধিকারিক। সেকারণে পুত্রের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভারতের বেনারসে পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ভানভক্ত বেনরসে এসেও তার মাতৃভাষার উন্নতির জন্য সকল সময় চিন্তু করতেন। এসময় তিনি এক সাধারণ কৃষক তথা গোপালকের সংস্পর্শে আসেন যিনি খুবই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভানুভক্তর প্রতিভা বুঝতে পেরে তাঁকে সমাজের জন্য কিছু করে সমাজে একটা স্থায়ী কীর্তি রেখে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। এতে ভানুভক্ত খুবই প্রভাবিত ও উৎসাহিত হন। তখন তিনি নেপালী তথা গোর্খা ভাষাভাষী মানুষের জন্য কথ্য ভাষায় রামায়ণের মত মহাকাব্য অনুবাদের করে তা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু রামায়ণ তিনি নেপালী ভাষায় অনুবাদ করলেও তা ছাপার আকারে তখন প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তিনি রামায়ণের কাব্য ছন্দ এবং মর্ম কথা অবিকলভাবে কথ্য নেপালী ভাষায় কাব্যের আকারে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন। তিনি নিজে তা জনসমক্ষে পাঠ করতেন। মানুষ তার মুখে নেপালী ভাষায় রামায়ণের কাহিনি শুনে মোহিত হত। তাঁর কাব্যগুলি কোনটিই তিনি জীবিত অবস্থায় ছাপার বা বই আকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। অনেক পরে অন্য এক নেপালী কবি সাহিত্যিক মোতিরাম ভট্ট -ভানুভক্ত আচার্যর জীবনী লেখার সময় প্রথম তাঁকে নেপালের আদিকবি হিসেবে আখ্যা দেন। তাঁর যাবতীয় সাহিত্য কর্ম মোতিরাম ভট্ট বই আকারে প্রকাশ করেন। ভানুভক্ত আচার্যর চলতি বর্ষে ২১১তম জন্মজয়ন্তী হিসেবে নেপাল, সিকিম, দার্জিলিংয়ে পালিত হবে।

বিপত্তারিণী পুজোর উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশের কাহিনী

অরিন্দম ঘোষ

আষাঢ় মাসের রথযাত্রা থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত যে শনিবার বা মঙ্গলবার আসে, সেইদিন বিপত্তারিণী ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে স্ত্রী লোকেরা মনে মনে যা চেয়ে এই ব্রত করেন, তাঁদের সেই মনস্কামনা পূরণ হয় ও এই ব্রত পালন করলে সংসারের যাবতীয় বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে মা বিপত্তারিণী হলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পূজিতা এক হিন্দু দেবী, যিনি দেবী দুর্গা বা পার্বতীর ১০৮ অবতারের অন্যতমা।

এবার আসা যাক, বিপত্তারিণী পুজোর প্রারম্ভিকতা এবং এর উদ্ভব বিষয়ে। পুরাণ মতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই অসুরের হাতে পরাজিত হয়ে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে মহামায়ার স্তব করতে লাগলেন। সেইসময় দেবী পার্বতী সেই স্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।দেবী স্তব তাঁর কর্ণগোচর হয়। তিনি তখন জানতে চাইলেন যে দেবগণ এখানে কার স্তব করছেন? ঠিক সেই মুহূর্তে দেবী পার্বতীর শরীর থেকে তাঁর মত দেখতে আর এক দেবী বের হয়ে এলেন। তিনি জানালেন, 'ইঁহারা আমারই স্তব করিতেছেন।' এখানে স্মরণীয় যে,এই দেবী যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই অসুরকে বধ করেছিলেন।

আরও একটি পৌরাণিক গাথার কথা শোনানো যাক। সেই পৌরাণিকী অনুসারে দেবাদিদেব মহাদেব একবার রহস্যচ্ছলে দেবী পার্বতীকে 'কালী' বলে উপহাস করেন। দেবী এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে তপস্যাবলে নিজের 'কৃষ্ণবর্ণা' রূপ পরিত্যাগ করেন। সেই কৃষ্ণবর্ণা স্বরূপ দেবীই হলেন দেবী পার্বতীর অঙ্গ থেকে উদ্ভূতা জয়দুর্গা বা কৌশিকী দেবী ত্ত বিপত্তরিনী দুর্গা।

মা বিপত্তারিণীর উৎপত্তি সম্পর্কে পুরাণের এই ঘটনার পটভূমি মল্লভূম রাজবংশ। প্রবল পরাক্রমশালী মল্লরাজগণ সপ্তম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটানা বিষ্ণুপুর শাসন করেছিলেন।এই রাজবংশের এক রাজার পত্নী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়না ও নিষ্ঠাবতী।এক মুচিনির সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট সখ্যতা ছিল, যিনি গো মাংস ভক্ষণ করতেন। মনে মনে রাজরাণীর একবার গো মাংস চাক্ষুষ করার বাসনা জাগল। মুচিনিকে সেকথা জানালে তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে ওঠেন, কারণ শুদ্ধাচারী রাজা একথা জানতে পারলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। তবুও বন্ধুত্বের খাতিরে মুচিনি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কথামত গো মাংস রান্না করে লুকিয়ে রানীমাকে তিনি সেটা দিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে কোনো এক রাজকর্মচারী মারফৎ রাজার কানে সেই খবর পৌঁছালে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি রাজ অন্তঃপুরে ছুটে গেলেন। ভয়ে রাণীমা নিষিদ্ধ বস্তুটি আঁচলের তলায় পাত্রসহ লুকিয়ে ফেললেন আর চোখ বুজে একমনে মা দুর্গাকে ডাকতে লাগলেন এই ঘোর বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করার জন্য। রাজা ঘরে প্রবেশ করে কোনো কথা না শুনে রাণীর আঁচল টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু মা দুর্গার কৃপায় আঁচলের নীচ থেকে বেরিয়ে এলো এক থালা রক্তজবা ফুল। এমন কাণ্ড প্রত্যক্ষ করার পর রাজা রাণীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মা বিপত্তারিণী আবির্ভূতা হয়ে মহারানীর কানে কানে বললেন, ' ভয় নাই, আমি নিষিদ্ধ মাংসকে পুষ্পে পরিণত করিয়াছি।' এরপর থেকেই শুরু হয় মা বিপত্তারণীর আরাধনা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অনেকের কাছে জগন্নাথ রূপী সর্বশক্তিমানত্ত সৃষ্টি ও পালনের শক্তি সেখানে বিরাজ করে। আবার সকল দৈবী শক্তিময়ী দেবী চণ্ডীর হাতে অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতির বিনাশ হয় আর বিনাশ শেষে শান্তির পুনরাগমন ঘটে। নারদীয় পুরাণে বিষ্ণুকে সর্বশক্তিমান ও দুর্গাকে সর্বশক্তিময়ী বলা হয়েছে। বৈদিক যুগে এই সময়ই ভগবান বিষ্ণু ও দেবী গৌরীর পুজো প্রচলিত ছিল। সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই রথের পরই এই বিপত্তারিণী চণ্ডী পুজো চলে আসছে। মহাভারতে যুদ্ধের আগে পাণ্ডবদের বিপদ নাশ ও নিজের বৈধব্য প্রতিরোধের জন্য দ্রৌপদী দেবী গৌরীর আরাধনা করেন এবং যুদ্ধ শেষে স্বামীর জীবন রক্ষার্থে তাঁদের হাতে ১৩ টি লাল সুতো বেঁধে দিয়েছিলেন। তাই আজও বিপত্তারিণী পুজো শেষে লাল সুতোর ত্রয়োদশ গ্রন্থিযুক্ত ডোর ধারণ করা হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে পুজোর বিধি-বিধানের কথা বলা হয়েছে। সেখানে১৩ টি ফল, ১৩ টি ফুল, ১৩ টি পান -সুপারি ও ১৩ টি নৈবেদ্য দানের কথা বলা আছে। সনাতন শাস্ত্রে ১৩ সংখ্যাটি যে অশুভ নয় এর থেকে সেটাও প্রমাণিত হয়।

দেবী বিপত্তারিণীর কপালে চন্দ্রকলা শোভিত, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, ত্রিশূল। দেবী ত্রি-নয়না, সিংহোপরে সংস্থিতা। উত্তর ভারতে দেবীর অষ্টাদশ রূপের ধ্যান ও পূজা করা হয়, কোথাও তিনি দশভূজা আবার কোথাও চতুর্ভুজা স্বর্ণবর্ণা, আবার কোথাও কৃষ্ণবর্ণা রূপে পূজিতা।

গ্রামাঞ্চলে বিপত্তারিণী পুজো চার দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথম দিনে দেবী আরাধনা। মেয়েরা সেদিন দন্ডী কাটে। তারপর দু'রাত্রি ধরে বাংলা লোকগান, ভজন ও কীর্তনের আসর বসে। চতুর্থ দিনে দেবীর বিসর্জন হয়।

এভাবেই যুগ -যুগান্ত ধরে চলে আসা বিপত্তারিণী পুজোর মাধ্যমে ভক্তগণ মুক্তি পান আসন্ন বিপদ থেকে। বাধাবন্ধনহীন, বল্গাহীন জীবনতরীর সওয়ারীরা সাহসী পদক্ষেপে পা বাড়াতে সমর্থ হন আগামীর পথে।

বিচারপতি 'ভগবান' নন, নিছক 'জনগণের সেবক'ও নন, একান্তভাবেই সংবিধানের রক্ষক, ন্যায়ধর্মের ত্রাতা

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের বার লাইব্রেরির দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমি আয়োজিত এক আলোচনাসভায় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় তাঁর বক্তব্যে কোর্টের বিচারপতিকে 'ভগবান', আদালতকে মন্দির ভাবায় 'ঘোর বিপদে'র চেতাবনি দিয়েছেন। সেখানে তিনি মানুষ আদালতকে ন্যায়ের মন্দির ভাবলে যেমন ঘোর বিপদের কথা শুনিয়েছেন, তেমনই বিচারপতির নিজেকে ঈশ্বর ভাবাতেও সেই একই বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি কোর্টের বিচারপতিকে 'জনগণের সেবক' ভাবার নিদান দিয়েছেন। তা হলে দয়া,সহানুভূতি ও সহমর্মিতার সমন্বয়ে সুবিচারের পথ সুগম হয়ে ওঠে। এজন্য পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে বিচার না করার বিষয়েও সতর্ক করেছেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর কথাগুলো আপনাতেই ভাবিয়ে তোলে। অথচ তারপরেও যেন মনের সায় পুরোপুরি মেলে না। আসলে সকলে বিচার চায় না,মানেও না। যে অন্যায় বা অপরাধ করে তার বিচার চাইলেই ক্ষতি, হলেই বিপদ আর মানলেই শাস্তি ভোগ। আর যে অন্যায়-অপরাধের শিকার তার বিচারই একমাত্র ভরসা। সেক্ষেত্রে বিচারের ঐশ্বরিক বিভূতি জগৎজুড়ে। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনের স্ববাকমূর্তি ধর্মীয় আধারেও সম্প্রসারিত। সেখানে বিচারকের ঐশ্বরিক অস্তিত্ব নানাভাবে হাতছানি দেয়, রাজার ত্রাতার ভূমিকাও জেগে ওঠে। যার কেউ নেই, তার ভগবান থাকার মতো সুবিচারের আশা জেগে থাকে আজীবন। শুধু তাই নয়, সুবিচারের প্রত্যাশাই বেঁচে থাকার বিশল্যকরণী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বিচারের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস যত সুদৃঢ় হয়, বিচার ব্যবস্থার প্রতি ততই পরম নির্ভরতা জেগে থাকে। তাতে সুবিচার প্রাপ্তিতে যেমন ধর্মের জয়ধ্বনি বেজে ওঠে, সুবিচার দাতা বিচারককে তেমনই বিধাতার অবতার মনে হয়। আর সেখানেই বিচারকের নিরপেক্ষ ভূমিকা শ্রদ্ধার বেদিমূলে যেভাবে প্রত্যাশায় নিবিড়তা লাভ করে, সেভাবেই তাঁর নিরপেক্ষতার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যক্তিগত মতামতও বিচারকের নিরপেক্ষতার অভাবে জুড়ে যায়, তাঁর সক্রিয়তাকেও অতি সক্রিয়তায় পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে । বিচারের মূল কাণ্ডারি হিসাবে বিচারকের ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ্যের ধারণা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। তাঁর নিরপেক্ষতার বিষয়টি যেভাবে সদা সতর্কতায় সক্রিয়তা লাভ করে, তাঁর সক্রিয় উদ্যোগও তেমনই অতি সক্রিয়তা বোধে বিচারের পরিপন্থী মনে হয়।

অন্যদিকে বিচারকের সহৃদয় মানসিকতা নিয়ে আমাদের গড়ে তোলা ধারণা সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিচারের চেতনা যেভাবে মহত্ত্ব লাভ করেছে,তা আজও প্রবহমান । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাহিনী' (১৩০৬) কাব্যের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতার মধ্যে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছেন সেই 'শ্রেষ্ঠ বিচারে'র কথা 'প্রভু, দণ্ডিতের সাথে/দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।' বিচারকের সমানুভূতিতে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারের কথা নানাভাবেই প্রচার লাভ করে। কবিতায় প্রকাশিত সংজ্ঞাটি ভাব সম্প্রসারণ থেকে বিচারকের মাহাত্ম্য বর্ণন সবেতেই ব্যবহার করা হয়। অথচ শুধু শাস্তি প্রদান করাই তো বিচারের লক্ষ্য নয়। আবার তথ্যপ্রমাণ সহযোগে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেও বিচার চলে না, তা সামাজিক দায়বদ্ধতায় সম্পৃক্ত,মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধে বিজড়িত, আধুনিক সভ্যতার উত্তরণেও সমান সক্রিয়। এজন্য তথ্য ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণের যান্ত্রিকতার পরেও সামাজিক দায় ও মানবিক আবেদন তার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বিচারকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের ছকে শাস্তি ও পুরস্কারে যেমন মেলানো যায় না, তেমনই তার প্রকৃতিতে নিছক সাদা-কালো বা ভালোমন্দের ছকবন্দি ধারণাও অচল। সেখানে দৃষ্টির চেয়ে অন্তর্দৃষ্টি সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অথচ তাঁর সদর্থক সক্রিয়তাও বিপক্ষের কাছে সন্দেহের কারণ মনে হয়, সুবিচারের পরিপন্থী মনে হয়।

আসলে বিচারের নিরপেক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে বিচারকের নিরপেক্ষতাকে আমরা এক করে দেখি। অথচ ভেবে দেখি না বিচারকও একজন সমাজ সচেতন স্বতন্ত্র মানুষ। তাঁরও নিজস্ব কণ্ঠস্বর রয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতাও বর্তমান। নিজস্ব মূল্যবোধের আলোয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও মতামত প্রকাশের সদিচ্ছা থাকতেই পারে। শুধু তাই নয়, তাঁকে নিরপেক্ষ ভাবার কারণও যথোপযুক্ত নয়। তিনি তো সৎ-এর পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে। সেক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ জরুরি নয়, সবচেয়ে জরুরি বিচারকে নিরপেক্ষ করা বা রাখা। বিচারের নিরপেক্ষতা দিয়ে বিচারকের পক্ষপাতিত্বকে হেয় করা বা হীন চোখে দেখে তাঁকে আক্রমণ বা অপমান করা সমীচীন নয়। সুবিচারের স্বার্থেই তাঁকে যেমন লক্ষ্যভেদী অর্জুন হতে হয়, তেমনই তাঁর বিচারকে নির্মমতার সঙ্গে নিরপেক্ষ রাখা সমীচীন। তাঁর লক্ষ্য শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্যার উৎসমূলে পৌঁছানোয় পাখির চোখ করা। সেখানে চোরের চেয়ে চুরিকে জানা আবশ্যক; পাপীর চেয়ে পাপের স্বরূপ বোঝা জরুরি। অন্যায় বা অপরাধের সমূলে বিনাশ করার লক্ষ্যে শুধু শাস্তি বিধান করেই তাঁর দায় শেষ হয় না, সেইসঙ্গে যারা তার শিকার তাদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেওয়াও একান্ত কাম্য। সেক্ষেত্রে বিচারে কালক্ষেপ করা যেমন অনুচিত,তেমনই তা অবিচারের সামিল। কথায় আছে 'Justice delayed is Justice denied'। বিচার ব্যবস্থার এই দীর্ঘসূত্রিতা অভিযুক্ত দোষীর পক্ষে আশীর্বাদ মনে হয়, বিচারপ্রার্থীর কাছে অভিশাপ হয়ে ওঠে। একইভাবে বিচারকের লক্ষ্যভেদী তৎপরতা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়,অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে বিচারকের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসলে অভিযুক্ত পক্ষ তাদের অস্বচ্ছতাকে আড়াল করতে চায়, ধরা পরার ভয়ে বিচারককেই পক্ষপাতদুষ্ট বলে কলঙ্ক রটায়। সেদিক থেকে বিচারকের নিরপেক্ষতার চেয়েও জরুরি তাঁর সৎসাহসের। কেননা বিচারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তাঁর কর্তব্য। সেখানে নিরপেক্ষতার অপর নাম নির্মমতা যা সুবিচারের লক্ষ্যে একান্ত আবশ্যিক। 'গান্ধারীর আবেদন'-এ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারের গড়ে তোলা ধারণাই আবার অব্যবহিত পরিসরে গান্ধারীর মুখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। পাপী দুর্যোধনকে ক্ষমা না করে ত্যাগ করার কথায় গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি/ নির্বিচারে, মহারাজ, তব নিরবধি/ যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষীজনে, / ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে, / ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে —/ ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে / পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে।' এই 'নির্মমতা' যেমন বিচারের নিরপেক্ষতার অভাবে নেমে আসে, তেমনই তার ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সেখানে ক্ষমতাশালী অভিযুক্তের বিপক্ষে বিচারকের সৎসাহসের পরিচয়ই তাঁর নিরপেক্ষ বিচারের সহায়ক হতে পারে। তাঁর সুবিচারের আদর্শেই পক্ষপাতহীন নির্মম প্রকৃতিই দোষীর উৎসমূলকে চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত শাস্তি থেকে নিরপরাধীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। সেখানে সৎসাহসের অভাবে নিরপেক্ষতার সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে, নিরপক্ষেতার অভাবে পক্ষপাতদুষ্ট সন্দেহ নিবিড়তা লাভ করে। অন্যদিকে দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতার অধিক গুরুত্বে নির্মম নিরপেক্ষতার বিষয়টি গুরুত্ব হারায়। আসলে বিচারের লক্ষ্যে দোষীর শাস্তি নয়, দোষের সংস্কার ও সংশোধন। সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারের কথায় দণ্ডিতের সঙ্গে দণ্ডদাতার সম্পর্ক নিয়ে যেভাবে বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব উঠে আসে,তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা জরুরি। বিচার দোষীর প্রতিশোধের ব্যবস্থা করে না, দোষের প্রতিরোধ থেকে প্রতিবাদই তার লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বিচারের নিরপেক্ষতা একান্ত জরুরি। তার সঙ্গে বিচারককে নিরপেক্ষতার কৃত্রিম ছদ্মবেশে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি যথোচিত নয়। তাঁর সদর্থক সক্রিয়তাই বিচারকে গতি দান করে, সুবিচারের পথকে মসৃণ করে তোলে। বিচারকও যে সমাজের কল্যাণকামী মানবাত্মার দোসর হতে পারে,তা আমরা আজও ভেবে উঠতে পারি না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অন্যদিকে বিচারপতিকে নিছক 'জনগণের সেবক'ও বলা যায় না। যেখানে রক্ষা বা ত্রাণের ভূমিকাই প্রাধান্য লাভ করে, সেখানে সেবা আপনাতেই ত্রাতা হয়ে ওঠে। সেবকের দাসত্বের মানসিকতার চেয়ে সেক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বীরত্বের সৎসাহস একান্ত কাম্য। সেদিক থেকে বিচারপতি শাসক নন, প্রশাসক নন, অনুশাসকও নন, একান্তভাবেই দেশের সংবিধানের রক্ষক, মানুষের পরমনির্ভর ন্যায়ধর্মের ত্রাতা। এজন্য শাসক-প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রনেতার শ্রীবৃদ্ধি যত পেয়েছে, ততই বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমজনতার আস্থা বেড়েছে। আবার জনমানসে বিচার ব্যবস্থায় আস্থা যত বেড়েছে, বিচারের প্রতি সরকার বা দলের আশঙ্কা তত সক্রিয় হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিচারকের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবে শাসকদলের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। বরং তাতে জনমানসে বিচারকের প্রভাব একটুও কমে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আলোয় তা বর্ণরঙিন হয়ে ওঠে। কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রশ্ন' (পৌষ, ১৩৩৮) কবিতায় যুগে যুগে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'র বিপরীতে বিচারকের ভূমিকাই যে আমজনতার চরম আশ্রয়, পরম নির্ভরতা!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

একদিন আমার বাংলা কলকাতা, ১৩ জুলাই ২০২৪ ৫

ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রাজ্য বিজেপির ট্যুইটের পালটা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার খাতড়ার দেদুয়া গ্রামের বাসিন্দা বঙ্কু মাহাতো নামে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য বিজেপির ট্যুইটের পালটা ট্যুইট করল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক খুন নয়, গাছ কাটাকে কেন্দ্র করেই ঝামেলার সূত্রপাত বলে পুলিশের দাবি।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার খাতড়ার দেদুয়া গ্রামে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় বঙ্কু মাহাতো নামে এক ব্যক্তির। পরে ওই দিন রাতে বিজেপির তরফে বঙ্কু মাহাতো তাঁদের কর্মী ও তাঁকে খুন করেছে বলে দাবি করে। পরে তাঁর ছেলে সনাতন মাহাতোর অভিযোগের ভিত্তিতে বাদল মাহাতো, হারু ওরফে হারাধন মাহাতো ও তারাপদ পালকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তাঁরা আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেপাজতে আছেন।

মৃতের দুই ছেলে জনার্দন মাহাতো ও সনাতন মাহাতোর দাবি, গাছকে ইস্যু করে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বাবাকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল যুক্ত বলেও তাঁরা দাবি করেন। স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডির দাবি, ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে। শরিকি ঝামেলার জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন।

যদিও বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই পুলিশ এই ঘটনাকে 'খাটো' করে দেখানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। পুলিশ যতই আড়াল করার চেষ্টা করুক, খুনের ঘটনায় যুক্ত তৃণমূল কর্মীদের আড়াল করা যাবে না বলে তিনি দাবি করেন।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে চাঁদার জুলুমবাজির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বারবার দলীয় কর্মীদের সাবধান করছেন, বেআইনি ভাবে সরকারি জমির দখল পাইয়ে দেওয়া ও সাধারণ মানুষের ওপর জোরজুলুম করা নিয়ে, তখন তাঁর সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগা উঠে আসছে নিত্যদিন সংবাদ মাধ্যমে। এমনই এক ঘটনা ঘটল এবার কাঁকসায়।

এবার কাঁকসার গোপালপুরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চাঁদার জুলুমবাজির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। কাঁকসার গোপালপুরে বাসিন্দা দীপঙ্কর ভৌমিক ও তাঁর স্ত্রী কল্পনা ভৌমিকের অভিযোগ, লোকসভা ভোটের সময় এলাকার তৃণমূলের নেতারা তাঁদের কাছে ১০ হাজার টাকার দাবি করেছিলেন। এবার ২১ জুলাইকে সামনে রেখে ফের তাঁরা এলাকায় চাঁদা তুলতে বেরিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের বাড়িতে এসে ১০ হাজার টাকার দাবি করেন। সেই টাকা দিতে না চাওয়ায় জোর জবরদস্তি করতে থাকেন তৃণমূল নেতারা। গত প্রায় ৪ মাস ধরে কল্পনা দেবীর শাশুড়ির কিডনি খারাপ। অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীদের এই জোর জবরদস্তির কথা তাঁর অসুস্থ শাশুড়ি শুনতে পাওয়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে শুক্রবার ভোরে জোৎস্না ভৌমিক নামের বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষ সহ মৃতার পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঢালি। যদিও এই ঘটনার প্রসঙ্গে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নব কুমার সামন্তের দাবি, তৃণমূলের কেউ গিয়ে চাঁদা তোলেননি। বিষয়টা তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। কারা চাঁদ তুলতে গিয়ছিলেন। তাঁরা যদি দলেরই কেউ হয়, তবে দল তাদের বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই সবাইকে মেনে নিতে হবে।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

সাহা ডিস্ট্রিবিউটরস প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	সাহা ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৮ এপ্রিল ২০০৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB2005PTC102678
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড ঠিকানা** - পলতাপাড়া মোড়, কল্যাণী হাইওয়ে সাউথ, হাঁসিয়া, শ্যামনগর (উত্তর ২৪ পরগনা) ব্যারাকপুর - I, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৪৩১২৭ **পূর্বতন রেজিস্টার্ড ঠিকানা** - ২ নং, যদুনাথ দে রোড, বউবাজার, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন অফিসের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১২
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৯ জুলাই ২০২৪, (মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশিত তারিখ) (*১০ জুলাই ২০২৪ আইআরপি কর্তৃক নির্দেশ গ্রহণের তারিখ)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৬ জানুয়ারি ২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নাম : শ্রী অরুণ পোদ্দার রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P-02237/2020-2021/13387
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**রেজিস্টার্ড ঠিকানা** - ২য় তল, ১৪৪বি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, পোস্ট অফিস কালীঘাট রাসবিহারি মোড়ের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৬ **ইমেল আইডি :** ca.arunpoddar@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**নির্দিষ্ট ঠিকানা** - অরুণ পোদ্দার প্রযত্নে আনকোরা রিসলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১২, ১৫ তম তল, রিয়েল টেক পার্ক, সেক্টর ৩০এ, ভাশী, নবি মুম্বই - ৪০০ ৭০৩ **নির্দিষ্ট ইমেল আইডি** cirp.sahadpl@ancoraa.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৪ জুলাই ২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link:https://www.ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-I নির্দেশ দিয়েছে সাহা ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ৯ জুলাই ২০২৪, উল্লেখ্য অর্ডার নং সিপি(আইবি) নং ২২১/কেবি/২০২৩। (অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার কর্তৃক অর্ডার গ্রহণের তারিখ ১০ জুলাই ২০২৪)।
সাহা ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অরুণ পোদ্দার
সাহা ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
আইবিবিআই রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-02237/2020-2021/13387
নিযুক্তির অনুমোদনের বৈধতা ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ১৩ জুলাই ২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৩.০৫.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী তরুণ বিশ্বাস এবং শ্রীমতি মানবিকা বিশ্বাস, স্বপ্নবাশ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৫২/১, রামকৃষ্ণ নগর, পশ্চিম বরিশা, রামকৃষ্ণ নগর ক্লাবের নিকট, কলকাতা - ৭০০০৬৩ এবং ৪৭/১১, বরিশা পূর্ব পাড়া রোড, পূর্ব বরিশা, পো. ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,৮৬,২০৭ টাকা (সাতাশ লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো সাত টাকা) টাকা এবং ০৪.০৫.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ জুলাই ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৭,৮৬,২০৭ টাকা (সাতাশ লাখ ছিয়াশি হাজার দুশো সাত টাকা) টাকা এবং ০৪.০৫.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৬০৭-২০১৭, পৃষ্ঠা ৪৮৭৬০ থেকে ৪৮৭৯৬ দলিল নং ১৬০৭০১১০৯-২০১৭ সলের, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ-৩, পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪র্থতলে, উত্তর পশ্চিম দিকে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং-কিচেন, দুই বাথরুম, অবিভক্ত অংশের যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত ভবন নির্মিত জমি পরিমাণ এরিয়া ৬ কাঠা ১৪ ছটাক মোট ৭ কাঠা ১ ছটাক ২২.৫ বর্গফুট থেকে বাকি অংশ জমি কেএমসি এবং নিকাশির জন্য ব্যবহৃত, অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, জেলা কালেক্টরেটে তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, এবং ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা : খাসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, পো : ঠাকুরপুকুর, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৪ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : **স্বত্বাধিকারী : শ্রী তরুণ বিশ্বাস এবং শ্রীমতি মানবিকা বিশ্বাস। উত্তরে :** ১৮ ফুট কেএমসি সড়ক, **দক্ষিণে :** জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪, **পূর্বে :** শ্রী তাপস কুমার ঘোষের জমি, **পশ্চিমে :** শ্রীমতি বকুল চক্রবর্তীর জমি।

তারিখ - ১১.০৭.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ওন্দায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!

প্রস্তুতি সভায় না ডাকায় ক্ষোভপ্রকাশ এক গোষ্ঠীর, অস্বস্তিতে রাজ্য নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার ওন্দায় তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক গোষ্ঠী বনাম ব্লক সভাপতি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব অব্যাহত বলে দাবি। প্রকাশ্যে পৃথক কর্মসূচি ও দলীয় কার্যালয়ে হামলার পর এবার রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়ে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভাতেও শাসকদলের সেই দ্বন্দ্ব সামনে এল বলে দাবি। অভিযোগ, তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বকে নিয়ে ব্লক ও জেলা সভাপতি সহ দলীয় বৈঠকে ডাক পেলেন না দলেরই প্রাক্তন বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। যা নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। যা রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলেছে তৃণমূলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই বাঁকুড়ার ওন্দায় শাসকদল পুরোপুরি আড়াআড়ি ভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দূরত্ব বাড়তে শুরু করে তৃণমূলের ওন্দা ব্লকের সভাপতি উত্তম কুমার বিটের অনুগামীদের সঙ্গে প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁর অনুগামীদের। সম্প্রতি ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিকে ঘিরে সেই দ্বন্দ্ব আরো বড় আকার নেয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে একই দিনে মাত্র ৫ মিনিটের ব্যবধানে ওন্দা বাজারে দুই গোষ্ঠী পৃথক পৃথক কর্মসূচি করে। পরে প্রাক্তন বিধায়ক গোষ্ঠীর লোকজন তৃণমূলের ব্লক কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ ওঠে।

গত সপ্তাহের সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি বৈঠকেও উঠে এল সেই দ্বন্দ্বের ছবি। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্যনেতা জয়প্রকাশ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা ও ওন্দা ব্লক নেতৃত্ব ২১ জুলাই এর প্রস্তুতি বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে দেখা যায়নি দলের স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিরূপ খাঁ সহ তাঁর গোষ্ঠীর কোনও নেতাকে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়।

রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ব্লক নেতৃত্বের দলীয় বৈঠকে ডাক না মেলায় ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিরূপ খাঁ প্রকাশ্যেই দলের ব্লক সভাপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। আর তাতেই অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে রাজ্যনেতা জয়প্রকাশ মজুমদার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, দলীয় শৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে দেখলে দল উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। অস্বস্তি এড়াতে তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব এই দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি।

BELDANGA MUNICIPALITY
MURSHIDABAD
WALK-IN-INTERVIEW
Walk in Interview for different posts on Part Time Basis to run the **Saran (Shelter for Urban Homeless)** under NULM will be conducted on 19th July 2024 (Friday) at 12.00 Noon at Beldanga Municipality, Murshidabad.
For details, visit – **https://municipalitybeldanga.org**

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, ৭০এ, ব্লক ডি
নিউ আলিপুর - কলকাতা - ৭০০০৫৩
ইমেল : arbkol@ucobank.co.in

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, '**সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০৪ কাঠা এবং তদস্থিত ২ তলা ভবন, অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১১৬০, দাগ নং ২৫৮৩, থানা : ঠাকুরপুকুর (পুরানো : বেহালা), কলকাতা : ৭০০১০৪, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী অথেল গোমস, স্বত্ব দলিল নং ১-৭৩৫-১৯৮১ সালের,** বন্ধকদত্ত মেসার্স বিসিডি ট্রেডিং এন্টারপ্রাইজ এর এ/সি তে এর স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে ২৫.০৬.২০২৪ তারিখে ইউকো ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত অফিসার, এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (ডব্লুবিসিএস), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে। সংশ্লিষ্ট তারিখে তালিকা এবং পঞ্চনামা প্রস্তুত করা হয়েছে। এতদ্বারা সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী অথেল গোমস এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২২.০৭.২০২৪ তারিখের পূর্বে সমুদয় দ্রবাদি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে নিতে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি/জিনিসপত্র বিক্রির ব্যবস্থা করবে উপযুক্ত বিবেচনায়।

স্বা/-
তারিখ : ১২.০৭.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা (ইউকো ব্যাঙ্ক)

পশ্চিম বর্ধমানে ডেঙ্গু আক্রান্তের বেশিটাই আসানসোল পুর এলাকায়

ক্ষোভ উগড়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা, আবর্জনা পরিষ্কার হয় না। বর্ষায় ডাস্টবিনের আবর্জনা নেমে আসছে রাস্তায় হঠাৎ করে বেড়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। আসানসোল পুরনিগমের ওপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন দক্ষিণের বিধায়ক তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

দুই ডেপুটি মেয়রের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দেন, আবর্জনা নিকাশির অবস্থা এরকম থাকলে তাঁরা এবার রাস্তায় নেমে অবরোধ করবেন। যদিও বিজেপি বিধায়কের অভিযোগকে পাত্তা দিতে চাননি পুরনিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি ,উনি তো আসানসোলেই থাকেন না। ডেঙ্গুর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জানুয়ারি থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ১৮ জন। তার মধ্যে আসানসোল পুরনিগম এলাকায় আক্রান্তের হার সবচেয়ে বেশি। আসানসোল পুরনিগম এলাকায় ১৩ জন ডেঙ্গু আক্রান্তর হদিশ পাওয়া গিয়েছে। গত দু'সপ্তাহে দুর্গাপুর পুর এলাকায় এই সময়ের মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন। আসানসোল পুর এলাকায় ৩ জন। অর্থাৎ জেলায় দু' সপ্তাহে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮ জন। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বা সিএমওএইচ ডাক্তার শেখ ইউনুস খান জানিয়েছেন, পুরনিগম এবং ব্লকগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। ডেঙ্গু রোধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

এই মুহূর্তে পশ্চিম বর্ধমানের দুই পুর এলাকা ও আটটি ব্লকে ডেঙ্গু প্রকোপ বড়সড় আকার না নিলেও, সতর্ক ও সজাগ রয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর বলে দাবি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের। ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে সচেতন করছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। শহর ও গ্রাম দুই এলাকাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা নজরদারি করছেন ও খোঁজখবর নিচ্ছেন যে, কারও ডেঙ্গু উপসর্গ আছে কিনা।

সিএমওএইচ বলেন, জেলার দু'টি মহকুমায় ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে দু'টি বৈঠক করা হয়েছে। রাজ্যের ডেঙ্গু নিয়ে যে নির্দেশিকা আছে ,তা প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও জলে জমে আছে কিনা তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। পরিত্যক্ত বাড়ি ও নির্মীয়মাণ বাড়িতে জল জমে আছে কিনা, তা দেখা হচ্ছে। তবে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক আশ্বাস দিলেও, বাস্তব অন্য কথা বলছে বলেই দাবি। এখানে উঠে আসছে পুরনিগমের গাফিলতি।

ADVERTISEMENT FOR MATERNITY LEAVE

Wanted one A.T. in Temporary maternity leave vacancy. Bio Science B.SC, B.Ed, UR upto 20/12/24. Apply to the Secretary, **Dherua Anchal Satabala High School [H.S], P.O- Dherua, P.S- Gurguripal, Paschim Medinipur, Pin- 721102** with two sets of testimonials within ten days from the date of advertisement.

Notice
[TATA ELXSI LIMITED)
Registered Office: 1st Floor, Tata Center, No 43, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata, West Bengal 700071

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities/ applicant[s] has/have applied to the Company to release the new certificate. The Company has informed the holders/applicants that the said shares have been transferred to IEPF as per IEPF Rules.

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to release the new certificate to the holders/applicants, without further intimation.

Name(s) of holder(s)	Kind of Securities and Face Value	No. of Securities	Distinctive number
Pushpa Shroff	Equity Rs 10 each	400	32363587 - 32363786 21336751 - 21336950

Place : Kolkata
Date : 11.07.2024
Pushpa Shroff
Name of legal Claimant

স্ত্রীর রিলস ভিডিও বানানোর নেশা, আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রিলস ভিডিও তৈরি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা নেশায় পরিণত করেছিল স্ত্রী। যা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বারবার অশান্তি হয়েছে। বুধবার রাতে তা চরমে পৌঁছয়। স্বামীর মুখের উপর স্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি রিলস তৈরি করা ছাড়বেন না। অভিমানে সেই রাতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন স্বামী। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের মর্গে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেদিনীপুর শহরে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে দুই সন্তানকে নিয়ে সুখে-শান্তিতেই ছিলেন ওই দম্পতি। কিন্তু 'অশান্তি' নিয়ে হাজির হয় রিলস। ইদানিং নানা ভিডিও তৈরি করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করাই নাকি স্ত্রী-র 'নেশা' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে দুই সন্তান বড় হচ্ছে। স্বামীরও এতে চরম আপত্তি। যার জেরে মাঝেমধ্যেই অশান্তি হত। বুধবার রাতে তা চরমসীমায় পৌঁছলে আত্মহত্যার মতো হটকারী সিদ্ধান্ত নেয় স্বামী। বুধবার গভীর রাতে দেহ উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর কোতোয়ালি থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION WEST BENGAL
KRETA SURAKSHA BHAWAN (GROUND FLOOR), 11A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA- 700087
NOTICE

To,
Sri Sunnay Hela, S/O Mr. Sambhu Hela, Flat no-5C (5th floor), 26, Uttam Ghosh Lane, Salkia, P.S. Malipanchghora, Dist- Howrah-711106

Whereas, the **Bank of India, Salkia Branch**, the Appellant has instituted an Appeal being No. A/202/ 2023 against you.

Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench- II of this Commission in person or by a pleader or by authorised representative on the **23rd day of August at 10: 30 O' Clock** in the forenoon failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 10th day of June 2024.

By Order
Sd/- Registrar
State Commission, W.B.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ০৬.০৮.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ২১.০৮.২০২৪ (ক্রম নং ২) তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. মেসার্স মা লক্ষ্মী চিলিং প্ল্যান্ট স্বত্বা : প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন ঘোষ গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ (ঋণগ্রহীতা) ২. প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন ঘোষ (প্রয়াত), পিতা প্রয়াত নিত্যানন্দ ঘোষের এস্টেট, (ঋণগ্রহীতা তথা স্বত্বাধিকারী) আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : ক) শ্রীমতি পার্বতী ঘোষ, স্বামী প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৬৯৩। খ) শ্রী রাকেশ ঘোষ, পিতা প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ,গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৬৯৩। গ) শ্রী বিদ্যুৎ ঘোষ, পিতা প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৬৯৩। ৩. প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ (প্রয়াত), পিতা প্রয়াত বিপদ ভঞ্জন ঘোষ (বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা) এর এস্টেট আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী; ক) শ্রীমতি পার্বতী ঘোষ, স্বামী প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৬৯৩। খ) শ্রী রাকেশ ঘোষ, পিতা প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৬৯৩। গ) শ্রী বিদ্যুৎ ঘোষ, পিতা প্রয়াত বিকাশ চন্দ্র ঘোষ,গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৬৯৩। খ) তেহট্ট শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি দলিল নং ১-৮৪৭ তারিখ ০৯.০১.১৯৮৮, এডিএসআর -তেহট্ট, মৌজা : ৮৯ নং ভাটুপাড়া, খতিয়ান নং আরএস ২০০৫, এলআর ১৬৯৫/১,৩৩১৯/১,২২১৬/১, ৪৯২৮ (নতুন) , জেএল নং ৮৯, প্লট নং ১০৪১১, শ্রেণি : বাটী, এরিয়া ৩.০০ ডেসিমেল, গ্রাম এবং পো : বেতাই, থানা : তেহট্ট, জেলা: নদিয়া, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা বিপদ ভঞ্জন ঘোষ। চৌহদ্দি : উত্তরে : লক্ষেশ্বর ঘোষের ভবন, দক্ষিণে : পিচ রোড, পূর্বে : হরিচাঁদ সরকারের ভবন, পশ্চিমে : অভিমন্যু মহান্তর ভবন।	৪৮,৪২,৭০৩.০০ (আটচল্লিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ তিন টাকা) টাকা (বিবি+এমওআই = ১২,৭১,৪৬৪.০০ টাকা + ৩৫,৭১,২৩৯.০০ টাকা) ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ১৩,৫০,০০০.০০ টাকা (*) খ) ১,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB300722103532 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২.	ক) ১. প্রয়াত রেখা হালদার (প্রয়াত তারিখ ১১.০২.২০২০) (ঋণগ্রহীতা) এর এস্টেট আইনি উত্তরাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : ক) শ্রী রাকেশ হালদার, পিতা নয়ন হালদার, গ্রাম : আমবাগান কলোনি, পো : রঘুনাথগঞ্জ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। খ) শ্রী কালু হালদার, পিতা নয়ন হালদার, গ্রাম : আমবাগান কলোনি, পো : রঘুনাথগঞ্জ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। ২. জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : নয়ন হালদার, পিতা প্রয়াত পরীক্ষিৎ হালদার গ্রাম : আমবাগান কলোনি, পো : রঘুনাথগঞ্জ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আর বি এন্টারপ্রাইজ, গ্রাম : আমবাগান কলোনি, পো : রঘুনাথগঞ্জ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। ২.অংশীদার : রাকেশ হালদার, পিতা নয়ন হালদার , গ্রাম : আমবাগান কলোনি, পো : রঘুনাথগঞ্জ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। ৩. প্রয়াত বিপুল হালদার (প্রয়াত) (অংশীদার) এর এস্টেট আইনি উত্তরাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : ক) সুস্মিতা হালদার, স্বামী প্রয়াত বিপুল হালদার ৪. জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা : নয়ন হালদার, পিতা প্রয়াত পরীক্ষিৎ হালদার, গ্রাম : আমবাগান কলোনি, পো : রঘুনাথগঞ্জ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। খ) জঙ্গিপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : বাসুদেবপুর, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লটনং ২৩২ এবং এলআর প্লট নং ২৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৯৬১, এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, জঙ্গিপুর পুরসভা অধীন, আমবাগান কলোনি, পো : রঘুনাথগঞ্জ, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ, স্বত্ব দলিল নং ১-১১২৮৩- তারিখ ১৮.১২.২০১৭, জঙ্গিপুর এডিএসআর -মুর্শিদাবাদ, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী নয়ন হালদার। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী বলাই হালদার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পশ্চিমে :শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া হালদারের সম্পত্তি।	৯৭,০০,৪৮৪.৮৭ টাকা (সাতানব্বই লাখ চারশ চুরাশি টাকা এবং সাতাশি পয়সা) টাকা (বিবি+এমওআই = ৬০,৭৮,৩৩৫.৩৭ টাকা + ৩৬,২২,১৪৯.৫০ টাকা) ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৩৩,৮৭,০০০.০০ টাকা (*) খ) ৩,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ ঘ) IDIB3149686849 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৬.০৮.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ২১.০৮.২০২৪ (ক্রম নং ২)
সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারীগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১০.০৭.২০২৪ (ক্রম নং ১) এবং ১১.০৭.২০২৪ (ক্রম নং ২)
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাইপলাইনে গ্যাস পরিষেবার সূচনা বারাসাতের পুর এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এবার বাড়ি বাড়ি পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হল। বারাসাত পুর এলাকার ২৭ ও ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের চড়কডাঙা এলাকায় এই পাইপ লাইনে গ্যাস পরিষেবার কাজ শুরু হল শনিবার থেকে। আগামী এক মাসের মধ্যেই এই গ্যাস বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে বলে আশ্বস্ত করেন কাজের বরাত পাওয়া বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড। সংস্থার আধিকারিক সোমনাথ দাস জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বারাসাত পুর এলাকায় ২২ কিলোমিটার এই মূল পাইপ লাইনের কাজ ও সাব লাইনে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে যাবে এক মাসের মধ্যেই। এর ফলে গ্যাসের দামও আনেকটা কমবে। এখন ১৪ কেজি গ্যাস সিলিন্ডার সাধারণ মানুষকে ৮২৯ টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হয়। পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিষেবা চালু হলে তা ৫৩০ টাকার কাছাকাছি চলে আসবে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানান, এই কাজ শুরু হলে শহর

অঞ্চলের মানুষ আপাতত এই পরিষেবা পাবে আগামীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ ও যাতে এই পরিষেবা পায় সেদিকে লক্ষ্য দেবেন। এই পরিষেবা চালু হলে গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য মানুষকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। মিটার লাগানো থাকবে, যার যতটা প্রয়োজন সেই মত ব্যবহার করবেন। মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল আসবে, অনলাইনে সেটা পেমেন্ট করতে হবে। এই পদ্ধতিতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

তবে বামেদের দাবি সমস্ত কিছু সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে সময়ই বলবে এই উপকারিতা। ফল না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে গ্যাস লাইনের সমস্যা হলে তা কত তাড়াতাড়ি ঠিক করে পরিষেবা চালু করা যাবে তার উপরই নির্ভর করবে মানুষের পরিষেবা। তবে পাইপ লাইনে গ্যাস পরিষেবার উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ। দাম কমবে তাতেই আশাবাদী রয়েছে সাধারণ মানুষজন। পাশাপাশি তারা এটাও মনে করছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কমবে অনেকটাই। তবে পাইপ লাইনে গ্যাস পরিষেবা কতদিনে সম্পন্ন হয়, সাধারণ মানুষ পরিষেবা কবে থেকে পাবে সেদিকেই তাকিয়ে বারাসাতবাসী।

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে মালদার জেলাশাসক, নিলেন সাহায্যের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বামনগোলা ব্লকের বন্যা কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। জেলাশাসক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা করা, গবাদি পশুদের খাদ্য সরবরাহ করা, অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা সহ একাধিক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। জেলাশাসকের এই ভূমিকা দেখে সাধুবাদ জানিয়েছেন বামনগোলা ব্লকের প্লাবিত এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট ব্লকের গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ণর্ভবা এবং টাঙন নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে সাপমারী, ময়নাখোলা, গোয়ালপারা, মালডাঙা, গুনাইডাঙা গ্রামের প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা।

উল্লেখ্য, বামনগোলা ব্লকের পূর্ণর্ভবা এবং টাঙন নদীতে আচমকায় জল বাড়ার ফলে বেশ কয়েকটি গ্রামের রাস্তা ভেঙে জল ঢুকে পড়েছে। আর এরই জেরে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে

বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি। এদিন বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ও জেলা পরিষদের ত্রাণ কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা। সাপমারী গ্রামের প্লাবিত হওয়া বাসিন্দারা জেলাশাসকের কাছে স্থানীয় নদীতে একটি সেতুর দাবি জানিয়েছেন। সঙ্গে বেহাল বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যার কথা তুলে ধরেন জেলাশাসকের কাছে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনের পর দ্রুততার সঙ্গে ত্রাণ সামগ্রী বিলির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বানভাসী মানুষেরা যে সব আশপাশে এলাকার স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে ব্লক প্রশাসন। এছাড়াও নদীর জলে প্লাবিত হওয়ার পরে কতটা কৃষি জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারও রিপোর্ট ব্লক প্রশাসনের কাছে তৈরি করতে বলা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার জন্য কন্ট্রোল রুমও চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই পরিস্থিতিতে বন্যা প্রতিরোধের কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর।

শিশু চোর সন্দেহে গণধোলাই দু'জনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শুক্রবার সকালে বর্ধমানের ২০ এবং ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া এলাকায় শিশু চোর সন্দেহে দু'জনকে গণধোলাই দিল এলাকাবাসী। পরে তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেন, এদিন সকালে ওই এলাকায় তিন যুবতী ও দুই যুবক এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। সেই সময় এলাকায় মহরম উপলক্ষে চাঁদা তুলছিলেন এলাকার যুবকরা। তাঁরাই প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করে যে, এক যুবক পরনে মহিলার সালোয়ার সুট পরে রয়েছে। এক শিশুকে চকলেট ও বিস্কুট দিয়ে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই এলাকার যুবকরা ওই পাঁচজন সন্দেহভাজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে সেখান থেকে তিনজন পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যায় দু'জন। চলে গণধোলাই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বর্ধমান থানার পুলিশ পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছে,সকাল থেকেই অচেনা ওই পাঁচজন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। ধরা পড়তেই তারা শিশু চুরির চেষ্টার কথা স্বীকার করে নেয়। স্বীকার করে এবং জানায় তারা এই কাজ করছে টাকার বিনিময়ে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তারা বর্ধমানেরই বাসিন্দা, বাকিরা ভিন রাজ্যের। তাদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

দামোদরে যুবকের দেহ উদ্ধার সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মাছ ধরতে গিয়ে দামোদর নদের জলে তলিয়ে গিয়ে বছর ছাব্বিশের এক আদিবাসী যুবকের মৃত্যু হল। তাঁর নাম সঞ্জীব হেমব্রম। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত জামুয়াডি গ্রামে। জানা যায়, সঞ্জীব হেমব্রম বৃহস্পতিবার রাতে গাড়ির টিউব জলে ভাসিয়ে তার ওপর চেপে দামোদর নদের জামুয়াডি নদীঘাট থেকে দামোদর নদে নেমেছিলেন মাছ ধরার জন্য জাল ফেলতে। ওই সময় ঝড় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন সঞ্জীব। তিনি আর ফিরে আসছে পারেননি। পরিবারের আত্মীয়রা ও গ্রামবাসীরা সঞ্জীব গভীর রাত পর্যন্ত না ফেরায় খোঁজ শুরু করেন। এরপর তাঁকে না পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। রাতেই পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিন্তু আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ার কারণে রাতের অন্ধকারে উদ্ধারকার্য চালাতে পারেননি সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ওই যুবকের খোঁজে উদ্ধারকার্য শুরু করেন। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। এরপরই খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ যুবকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০, **শাখা অফিস** - ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৭, মোবাইল নং +৯১ ৮৩৩৪০৬৯৯১৬
ইমেল : barasat@gichf.co.in

প্রতীকী দখল নোটিশ

বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসিএইচএফএল** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি অইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে **জিআইসিএইচএফএল** সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের **প্রতীকী দখল** নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	শ্রীমতি হুসনে আরা আনসারি এবং শ্রী আবদুর রহমান আনসারি, WB0770600000011	মৌজা : কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, সিএস দাগ নং ৫৫৩৪, আরএস দাগ নং ৩৫২৩, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০১, , চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট, পূর্বে : অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : খালি জমি।	১৪,১৭,২৯৫/-	৩১.০১/০২৪	০৯.০৭.২০২৪
২.	শ্রী ত্রিনাথ পাল এবং শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা পাল WB0770600000269	মৌজা : কায়রাপুর, জেএল নং ২৭, তৌজি নং ১০৭০/২৮৩৪, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : বিক্রেতার সম্পত্তি, দক্ষিণে : উত্তর বারাকপুর পুরসভার সম্পত্তি, পূর্বে : বিক্রেতার সম্পত্তি, পশ্চিমে : কল্যাণী হাইওয়ে।	৪৯,৯২,০২০/-	৩১.০১.২০২৪	০৯.০৭.২০২৪
৩.	শ্রী অভিজিৎ সাহা এবং শ্রীমতি রেখা সাহা WB0770600000549	মৌজা : পশ্চিম ইছাপুর, জেএল নং ২৯, আরএস নং ২০২, তৌজি নং ১৪৬, আরএস দাগ নং ১৪৯৩, আরএস খতিয়া নং ৫০৬, এলআর দাগ নং ১৫১৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৪, বর্তমান ৮৫৩৪, হোল্ডিং নং এন/২৯, মৌলানা আজাদ রোড, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৬, চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ১৪৯৩, দক্ষিণে : মিলন বিশ্বাসের জমি, পূর্বে : জামাত আলির জমি, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া রোড।	৬,২৮,৯৬৬/-	৩১.০১/০২৪	১০.০৭.২০২৪
৪.	শ্রী চন্দন পোদ্দার এবং শ্রীমতি মোমিতা পোদ্দার WB0770100000523	মৌজা : মাদরেল, জেএল নং ২, আরএস দাগ নং ৭১৯, এলআর দাগ নং ১৪০০, আরএস খতিয়ান নং ১০৭২, এলআর খতিয়ান নং ৫০৩৩, পো : মাদরেল, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬, চৌহদ্দি : উত্তরে : ধীরেন হালদারের জমি এবং ৩ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : ননী গোপাল দাসের জমি, পূর্বে : ধীরেন হালদারের জমি, পশ্চিমে : শিব প্রসাদের জমি।	১১,৬২,৪৮৯/-	৩০.১২/০২৩	০৯.০৭.২০২৪
৫.	শ্রী অলোক বণিক এবং শ্রীমতি রত্না বণিক WB0770600000359	মৌজা : কাইরা পরগনা-আনোয়ারপুর, জেএল নং ১৪২, আরএস নং ১৩১, তৌজি নং ১৪৬, হাল ১২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬০৪, এলআর খতিয়ান নং ৭১২, বর্তমানে ৪৮২৯, পো: কদম্বগাছি, থানা : দত্তপুকুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৫, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণের কাঁচা চলার পথ, দক্ষিণে : সাগর দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : সাগর দাসের সম্পত্তি।	২৭,৪১,২২৬/-	২০.০৩.২০২৪	০৯.০৭.২০২৪
৬.	শ্রী মনোজিৎ কুমার দাস এবং শ্রীমতি কল্পনা দাস WB0770600000358	মৌজা: সোদপুর, জেএল নং ৮, এল ও পি নং ২৩৫, সিএস এবং আরএস এবং দাগ নং ২২০৫ এবং ৬৭৬, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ২৩৫, সংশোধিত খতিয়ান নং ১৯৭১, হোল্ডিং নং ৩৯০/১, নিউ কলোনি, থানা : খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১২, পানিহাটি পুরসভা অধীন,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১৪,চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রভাত ঘোষের ভবন, দক্ষিণে : অলোকা ভট্টাচার্যর ভবন, পূর্বে : সন্ধ্যারানি দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া কলোনি রেডা।	৪,৫৯,৯৬৮/-	২০.০৩/০২৪	০৯.০৭.২০২৪
৭.	শ্রী বরুণ হালদার এবং শ্রীমতি ব্রজেশ্বর হালদার WB0770600000500	মৌজা : নাকপুল, জেএল নং ১৬০,এলআর দাগ নং ১০৭, খতিয়ান নং ১৩৭৯, হোল্ডিং নং ৬০৫, স্থানীয় বেড়গাম ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : হাবড়া, তালুক : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৫২,চৌহদ্দি : উত্তরে : যোগেন্দ্র মন্ডল কলোনি, দক্ষিণে : ব্রজেশ্বর হালদারের সম্পত্তি, পূর্বে : ব্রজেশ্বর হালদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : মহেন্দ্র রায়ের জমি।	১৪,৭৫,১১৬/-	৩০.১২.২০২৩	১০.০৭.২০২৪
৮.	শ্রী অমিতোষ বিশ্বাস এবং শ্রী অলোকেশ বিশ্বাস WB0770600000163	মৌজা : বালিয়া,জেএল নং ১৭০, এলআর খতিয়ান নং ৩১, আরএস খতিয়ান নং ১২৩৬, এলআর দাগ নং ৪৬১ এবং ৪৬৩, সিলিন্ডা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : চাকদহ,জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২৩, চৌহদ্দি : উত্তরে : নরেন্দ্র নাথ সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : গৌরী সুন্দরী বিশ্বাসের ভবন, পশ্চিমে : ফ্যাক্টরি এবং অলোকেশ বিশ্বাসের ভবন।	২৯,০২,৬৪৫/-	৩০.১২/০২৩	১০.০৭.২০২৪
৯.	শ্রী রঘুনাথ হালদার এবং শ্রীমতি অর্পিতা হালদার এবং শ্রী ভোলানাথ হালদার WB0770600000422 এবং WB0770600000208	মৌজা:বাগওয়ান, জেএল নং ৬২,তৌজিনং ১৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬, এলআর খতিয়ান নং ১২৫৭, ১২৫৭/১ এবং ১২৫৭/২, হোল্ডিং নং ১৫০৬/১৮৬৪, পোতাপাড়া, স্থানীয় ডুমা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : গাইঘাটা, তালুক : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩২৪৫, চৌহদ্দি : উত্তরে : পোতাপাড়া আরপিএফ প্রাইমারি স্কুল, দক্ষিণে : রামপদ হালদারের জমি, পূর্বে : গৌর হালদার এবং রতন বিশ্বাসের জমি,পশ্চিমে :বিদ্যালয়ের জমি।	১৯,৫০,৫৪৫/-	৩০.১২.২০২৩	১০.০৭.২০২৪
১০	শ্রী গণেশ শাউ WB0770600000343 এবং WB0770600000141	মৌজা : কাউগাছি, জেএল নং ২০, আরএস নং ৮, আরএস দাগ নং ১২২৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৮, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : জগদ্দল, পিন : ৭৪৩১২৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : বিকাশ চক্রবর্তীর খালি জমি, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে : মিন্টু আতার ভবন, পশ্চিমে : নিত্যানন্দ মন্ডলের ভবন।	২৪,১৯,৮৪৬/-	৩১.০১২০২৪	০৯.০৭.২০২৪

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং **সাধারণভাবে জনসাধারণকে** এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল **সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ১৩.০৭.২০২৪
স্থান : বারাসাত

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ

রেজিঃ অফিস- রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪ জামশেদজি টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বাই-৪০০০২০,
শাখা অফিস- রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, প্রথম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ (জিপিও এর বিপরীতে)
শাখা অফিস-(গড়িয়া শাখা)- ২১, আনন্দ আবাসন, বারহাস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪,
টেলিফোন নম্বর (০৩৩)২২৬২-২৭৫১/২৭৫২/২৬৩৩, যোগাযোগের বিশদ-৯৬৯৪০১৯৫০০, ৯৮৮৩০১৪০৮৩, ৭০০৩১৯৮৬৭১, ৯০০৭৯৫০৯১৮

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

বিষয় - সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০২০ -এর রুল ৮ -এর সাব-রুল (১) অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নে বর্ণিতমতো তাদের স্ব-স্ব তারিখে ইসু করা দাবি নোটিস অনুসারে নিম্নোক্ত নামীয় আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের স্ব-স্ব নোটিস পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানান। আপনারা /ঋণগ্রহীতারা সবাই, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং **জিআইসিএইচএফএল** সারফেইসি আইন, ২০০২ -এর ও তদধীন রুলস-এর সঙ্গে পঠিত ১৩ ধারা এবং (৪) উপধারার বিধানাবলি অধীনে প্রদত্ত অধিকার ও তা প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিতমতো জামিনযুক্ত পরিসম্পদ-এর **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমান (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী আব্দুল হাকিম মোল্লা এবং শ্রীমতি রেহানা বেগম WB0700610001598 (গড়িয়া শাখা অফিস)	৫.৩৯ শতক +৫.৩৯ শতক পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-তপলা কুশানরাতে অবস্থিত, সিএস দাগ নং ১৯২, আরএস ও এলআর দাগ নং ২১৩ এবং ২১৫, আরএস খতিয়ান নং১৭৪ অধীন, এলআর খতিয়ান নং ১৩৮৩, ১৩৮৪ এবং ১৩৮৫, তৌজি নং ২৩ পূর্বতন ১৪৭৭, আরএস নং ১৭৪, জেএল নং ৪৫ পূর্বতন ৮৮, থানা-মিনাখাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২৫। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর-মাটির তৈরি ২ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- সন্তোষ মোল্লার জমি, পূর্ব- আশরাফ আলী মোল্লার জমি, পশ্চিম- ইট দিয়ে তৈরি ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	৭,০২,৫২৮/-	১৪.১১.২০২২	০৮.০৭.২০২৪
২.	শ্রী অরিজিৎ মুখার্জী এবং শ্রীমতী প্রমা দাস WB0700610002159 (গড়িয়া শাখা অফিস)	প্রায় ০১ কাঠা ০১ ছটাক ৪১ বর্গফুট পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তৎসহ প্রায় ৮৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের দুই তলা বিল্ডিং এবং যার হোল্ডিং নং ১১০/বি, এন কে ব্যানার্জি স্ট্রীট, মৌজা-রিষড়া তে অবস্থিত, আরএস দাগ নং ৩৪৭৪, এলআর দাগ নং ১০৪৭৪, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৮৭ এবং ৪৩৮৯ এর অধীনে, এলআর খতিয়ান নং ১৮৩৭৩, পরিবর্তিত এলআর খতিয়ান নং ১৮৫২১, তৌজি নং ৩৯৮৯, জে. নং. ১৩, থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২৪৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর- ৪'ফুট চওড়া সাধারণ পথ তারপর সমীর মুখার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণ- শ্যাম সুন্দর শর্মা এবং বিশ্বনাথ হালুই এর বাড়ি, পূর্ব- হারাধন মুখার্জির বাড়ি, পশ্চিম- সমীর মুখার্জি এবং অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা।	১৬,৮৮,৪৩৫/-	৩০.১২.২০২৩	০৮.০৭.২০২৪
৩.	শ্রী বানীব্রত মুখার্জী এবং শ্রীমতী কবিতা ভট্টাচার্য WB0700610001558 (গড়িয়া শাখা অফিস)	৩য় ফ্লোরে, ৪০১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ-৩০২ এর সকল যার হোল্ডিং নং জি১-৯/১/নিউ বেলেডাঙ্গা রোড, তৌজি নং ১৫২৩, জেএল নং ৩, আরএস নং ৭৯½, ৭৫½ , মৌজা- পারুই, আরএস খতিয়ান নং ৯৫২ এর অধীনে, এলআর খতিয়ান নং ২২৩৭, আরএস ও এলআর দাগ নং ২৪৫৭, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪১ । উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর-কার্তিক পালের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৬' ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্ব- ১৭'৬' ফুট চওড়া বেলেডাঙ্গা রোড, পশ্চিম- আরএস দাগ নং ২৪৫৭ এর অংশের জমি দ্বারা।	৭,২০,৯২৬/-	৩১.০১.২০২৪	১০.০৭.২০২৪
৪.	শ্রী গৌর গোপাল মিত্র এবং শ্রীমতী মিতালী মিত্র WB0700610001711 (গড়িয়া শাখা অফিস)	প্রভা অ্যাপার্টমেন্টের ৩য় ফ্লোরে থাকা ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যা মৌজা-নোনাতে অবস্থিত, আরএস দাগ নং ৮১৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৪ এবং ১৪২১-এর অধীনে গঠিত, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৬, তৌজি নং ১০৭,১০৮, ১৮২৩ এবং ৩৪০, প্রেমিসেস নং ৩৩(২২), সুকান্ত সরণি, ৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা- টিটাগড়, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২২। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- আংশিক খালি জমি এবং আংশিকভাবে মিঃ দত্তের বাড়ি, দক্ষিণ- আংশিকভাবে ৬'ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজে ও আংশিকভাবে এন বারুলের বাড়ি, পূর্ব- মিঃ পালের বাড়ি, , পশ্চিমে- ১২' প্রশস্ত সুকান্ত সরণি দ্বারা।	৪,০২,২৭৭/-	৩১.০১.২০২৪	০৯.০৭.২০২৪
৫.	শ্রী জিতেন সাহা WB0700610002284 WB0700610001453 (গড়িয়া শাখা অফিস)	৩য় ফ্লোরে ৪৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৯ এর সকল যার প্রেমিসেস নং ১৫/১, দীননাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, মৌজা-বেলঘোরিয়া, জেএল নং ৩, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ১৭৪, দাগ নং ৯৪৪, থানা-বেলঘোরিয়া, ওয়ার্ড নং ১৯ এর অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৫৬ তে অবস্থিত । উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ- রাস্তা দ্বারা, পূর্ব- সাধারণ পথ দ্বারা, পশ্চিম-অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা।	৯,০৮,১৬৯/-	২৬.১০.২০১৮	০৯.০৭.২০২৪
৬.	শ্রী কালীচরণ শ', শ্রী রামেশ্বর শ' এবং শ্রীমতী গিরিজা দেবী WB0700610001341 (গড়িয়া শাখা অফিস)	১ কাঠা ৪ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং ৩৫/৩, সুখু শ' মহাশয় পথ, মৌজা-কাঁকিনাড়া, জেএল নং ১২, তৌজি নং ১১৯৩/১, আরএস নং. ৯, খতিয়ান নং ৩৭২৬, ৩৭২৭, দাগ নং ২৬০২, এলআর খতিয়ান নং ৪১৯৫, ৪১৯৪, এলআর দাগ নং ৪২০৮/৪৪৮৬, থানা- জগদ্দল, ওয়ার্ড নং ৯, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩১৪৬ তে অবস্থিত । উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর- কৈলাশ শ'-এর বাড়ি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব- সিউ চরণ শ'-এর সম্পত্তি, পশ্চিম- সিউ চরণ শ-এর বাড়ি দ্বারা।	৫,৪৩,৯৬৮/-	১৬.১১.২০২২	০৯.০৭.২০২৪
৭.	শ্রীমতী মিতালি মুখার্জী এবং শ্রী জ্যোতির্ময় মুখার্জী WB0700610003635 (গড়িয়া শাখা অফিস)	লোকনাথ ভবনের তৃতীয় ফ্লোরে ৭৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি/৩ এর সকল যার হোল্ডিং নং ৯/৭/৩৪, বাগ স্টেশন রোড, মৌজা- মল্লিকারবাগ, জেএল নম্বর ১ এ অবস্থিত, আরএস নং ৩৪, তৌজি নং ২৪৬২/২৪৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৩০০, এলআর খতিয়ান নং ১৪২৯, ১৪৩০, আরএস দাগ নং ৬৩, ৬৩/১১৪৫, এলআর দাগ নং ৩০৫, ১৯১/৩০৩ ওয়ার্ড নং ১ অধীন, থানা- বিজপুর, পিন- ৭৪৩১৪৫। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- কালিপদ পাল, দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব- স্বপন কুমার দাস, পশ্চিম-কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট দ্বারা।	১০,৯৭,০০৯/-	৩০.১২.২০২৩	০৮.০৭.২০২৪
৮.	শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহা এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না সাহা WB0700610001452 WB0700610002285 (গড়িয়া শাখা অফিস)	মধুকর অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৫২৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১ এর সকল যার হোল্ডিং নং ১৪, প্রেমিসেস নং ১৫/১, বিসি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, মৌজা-বেলঘোরিয়া, জেএল নং- ৩, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ১৬৪,১৬৫,৯০২, দাগ নং ৯০৯,৯১০,৯১২, ১৮২৪, থানা- বেলঘোরিয়া, ১৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০৫৬ এ অবস্থিত। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর-আশুতোষ দত্তের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- কালী প্রসন্ন চ্যাটার্জির সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- প্রয়াত কল্যাণ মিত্রের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- বিসি চ্যাটার্জি স্ট্রিট দ্বারা।	১১,০৮,৯৯৬/-	২৬.১০.২০১৮	০৯.০৭.২০২৪
৯.	শ্রী রামসুরত বিশ্বকর্মা এবং শ্রী সোনু বিশ্বকর্মা WB0700610001860 (গড়িয়া শাখা অফিস)	প্রায় ০১ কাঠা ০০ ছটাক ০২ বর্গফুট পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস দাগ নং ৮৬, এলআর দাগ নং ৮৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩১, জেএল নং ১১এর অধীনে মৌজা-মাখলায় অবস্থিত, হোল্ডিং নং ১৩/১১, ঝিলপাড়, ওয়ার্ড নং ২১ এর অধীনে, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২৪৭। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- আরএস প্লট নং ৮৬, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া পথ, পূর্ব- শ্রী অরুণ শাহ এবং শ্রীমতী সুলেখা সাহার জমি দ্বারা, পশ্চিম- কমল গায়েনের বাড়ির দ্বারা অন্যান্য।	৫,৪৫,১২৪/-	৩০.১২.২০২৩	০৮.০৭.২০২৪
১০.	শ্রী রানা লাহিড়ী এবং শ্রীমতি শ্রাবনী লাহিড়ী WB0700610002320 (গড়িয়া শাখা অফিস)	অপরূপা অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় ফ্লোরে ৮৩১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি এর সকল যার হোল্ডিং নং ৪৩৬/১, গারুলিয়া প্রধান সড়ক, মৌজা- নোয়াপাড়া, জেএল নম্বর ২ এ অবস্থিত, আরএস দাগ নং ৭৩১ এবং এলআর দাগ নং ৩৩০১, আরএস খতিয়ান নং ১৬৫২ এর অধীনে এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৬৪৫, ৮৬৪৬, ৮৬৪৭ এবং ৮৬৪৮, তৌজি নং ২৪৬০, ২৪৬১, রে সা নং ০২, ওয়ার্ড নং ১১ এর অধীনে, থানা- নোয়াপাড়া, পিন- ৭৪৩১৩৩. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- ২০'-০' চওড়া গারুলিয়া মেইন রোড, দক্ষিণ- ১৬'-০' প্রশস্ত মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্ব- ১৪'-০' চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিম- গৌতম বর্মনের বাড়ি দ্বারা।	২,০৭,৫৭৭/-	৩০.১২.২০২৩	০৯.০৭.২০২৪
১১.	শ্রী সুব্রত দেবনাথ এবং শ্রীমতী রিভা চৌধুরী WB0700610003706 (গড়িয়া শাখা অফিস)	জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্টের ৩য় ফ্লোরে ৭৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ডি২ এর সকল, যার হোল্ডিং নং আগে ২৮, এখন ৭৫/এ, ৭৫/১, এবং ৭৫(২৮) নেতাজি সুভাষ রোড, মৌজা-শেওড়াফুলি, জেএল নং ৬, আরএস দাগ নং ৫০৭, আরএস খতিয়ান নং ২১০ এর সাথে সম্পর্কিত, এলআর দাগ নং ৪৫০৪ এর সাথে সম্পর্কিত, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭১, ২৭০৪, ১১৫৪৫, ১১৫৪৬, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২২৩ । উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর- সাধারণ প্যাসেজ, লিফট, সিঁড়ি, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- ফ্ল্যাট নম্বর ডি১, পশ্চিম- ফ্ল্যাট নম্বর ডি৩ দ্বারা।	১৬,৩২,৫৮৭/-	৩০.১২.২০২৩	০৮.০৭.২০২৪
১২.	শ্রী তাপস কুমার বড়ুয়া শ্রীমতী মায়া বড়ুয়া WB0700610001851 (গড়িয়া শাখা অফিস)	১৭৫০ শতক জমির মধ্যে ০২ কাঠা ১৫ ছটাক ১৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা-আঠপুর, দাগ নং ১৪৭৭, এলআর দাগ নং ৩১৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৬ এর অধীনে খন্ড খতিয়ান নং ৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৫, নতুন এলআর খতিয়ান নং ২৪৪০, তৌজি নং ১৩০৬০, জেএল নং ১৬, হোল্ডিং নং ৩৩৭/১/৭, পারবা কাপ্তা পাড়া রোড, ২৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা - জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১২৭। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- ৭ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-সোমা মুখসুদ্ধির বাড়ি, পূর্ব- ১২ ফুট চওড়া পৌর সড়ক, পশ্চিম- সুজিত বড়ুয়ার জমি দ্বারা।	১৪,৪৭,৫৯৪/-	৩১.০১.২০২৪	০৮.০৭.২০২৪
১৩.	শ্রী দেবজিত ঘোষ এবং শ্রীমতী শ্রাবণী ঘোষ WB0070610003490 (কলকাতা শাখা অফিস)	১ম ফ্লোরে উত্তর পাশে ১০৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২০১ এর সকল যা মৌজা-শিবপুর এ অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৯১/১, বাকসারা গ্রাম রোড, ওয়ার্ড নং ৪১, থানা-পূর্বতন শিবপুর বর্তমানে এজেসি বোস বি গার্ডেন অধীনে, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১১০। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর-বাকসারা গ্রাম রোড, দক্ষিণ- ৯২ বাকসারা গ্রামের রাস্তা, পূর্ব-সাধারণ পথ, পশ্চিম - ৯১ বকসারা গ্রামের রোড দ্বারা।	২৬,৮০,৫৯৯/-	২৯.০১.২০২৪	০৯.০৭.২০২৪
১৪.	শ্রী ইন্দিরা ভেঙ্কটা রাঘবন WB0071300106454 (কলকাতা শাখা অফিস)	৮ কাঠার মধ্যে ১.৫০ শতক এলাকা পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলআর দাগ নং ৩০১৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৮২, জেএল নং ৭, মৌজা- মল্লিক বাগান, থানা- পাঁচলা, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৩২২ এ অবস্থিত। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর- ৩০৩২ নম্বর দাগের অবশিষ্ট অংশ, দক্ষিণ- রানিহাটি-আমতা রোড, পূর্ব- ব্যক্তিগত সড়ক, পশ্চিম- ব্যক্তিগত সড়ক দ্বারা।	৯,৮২,০৬৪/-	২৯.০১.২০২৪	০৯.০৭.২০২৪
১৫.	শ্রী জয় বিন্দু ঘোষ এবং শ্রীমতী নিরুপমা ঘোষ WB0070110002208 (কলকাতা শাখা অফিস)	অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টের ২য় ফ্লোরে ৬৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১২ এর সকল যার মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৫০/৩, আরএন ঠাকুর রোড, মৌজা- দক্ষিণেশ্বর, জেএল নম্বর ৪, আরএস নং ১, তৌজি নং ৬৩, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮ এবং ২২২, সিএস দাগ নং ১০৩২, ১০৩৪,১০৪১ এর অধীনে আরএস দাগ নং ১৫৫৫/১৮৪৯, ১৫৫৫/১৮৫১ এবং ১৫৫৫/১৮৫১ খতিয়ান নং ৭৭ অধীন, ওয়ার্ড নং ১৩ এর অধীনে, হোল্ডিং নং ১২০২/৫, থানা- বেলঘরিয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৭৬। অবস্থিত। উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর- অন্যদের বাড়ির, দক্ষিণ - ১২ ফুট ওয়াইড রোড, পূর্ব- ১০ ফুট ওয়াইড রোড, পশ্চিম- অন্যদের জমি দ্বারা।	৮,৩৯,৬১৭/-	২২.০৯.২০২৩	০৯.০৭.২০২৪
১৬.	শ্রী ইয়াসার আরাফাত আলী এবং শ্রীমতি সাজিয়া সাবা WB0070610002685 (কলকাতা শাখা অফিস)	'সোয়ান গ্রিনস' নামক কমপ্লেক্সের ব্লক নং বি-৬-এর ৪র্থ ফ্লোরে ৮৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬৪০৭ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস এর সকল যার আরএস দাগ নং ১৮৪২, ১৮৪৩, ১৮৪৪ এবং ১৮৯৮ সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং ১২৫১, ১২৫৩, ১২৫৪, এবং ১৩০৯ এর অধীনে এলআর খতিয়ান নং ৪৪১৬, ৪৪৮৪, ৪৪৮২, ৪৪৭৭, ৪৪৭৯, ৪৪৯৩, ৪৪৭৮, ৪৪৮৩, ৪৪৭৫, ৪৪৮১, ৪৪৯০, ৪৪৯১, ৪৪৮৭, ৪৪৮৯, ৪৪৯৪, ৪৪৯৬, ৪৮৫, ৪৮৫ ৬, ৪৪৮০, এবং ৪৪৭৬, জেএল নং ১৫, মৌজা- রসপুঞ্জ, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১০৪ এ অবস্থিত । উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিটি নিম্নোক্তভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-উত্তর- ফ্ল্যাট নং ৬৪০৬, দক্ষিণ-রোড, পূর্ব- রোড, পশ্চিম- ফ্ল্যাট নম্বর ৬৪০৮ দ্বারা।	২১,২৫,৯১৭/-	২০.০৭.২০২২	১১.০৭.২০২৪

এছাড়া, এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে জিআইসিএইচএফএল-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তদধীন রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যে-কোনও অংশ নিয়ে লেনদেন না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পত নিয়ে যে-কোনও কাজকারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থ জিআইসিএইচএফএল এর পক্ষে ধার্য সাপেক্ষ হবে সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ - ১৩.০৭.২০২৪
স্থান - কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক

আরামবাগ শহরে জল যন্ত্রণা, ফোন 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' লাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: টানা দুই চার ঘণ্টার বৃষ্টিতে একেবারে জলবন্দি হয়ে পড়ে আরামবাগ পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। আর এই জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শম্ভু ঘোষের। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কয়েক দশক ধরে জল যন্ত্রণায় ভুগছেন তারা। বাড়ির ভিতরে জল দাঁড়িয়ে থাকছে। ড্রেন থেকে শুরু করে শহরের নোংরা আবর্জনা ও মেডিক্যাল কলেজের আবর্জনা এই ওয়ার্ডের করুণাপল্লির বাসিন্দাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করা হয় বলে জানান তিনি। আসলে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে কয়েকটি ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি হলেও আরামবাগ শহরে জল জমা রোধ করা যাচ্ছে না। বর্ষায় তো বটেই, ঘণ্টাখানেক টানা বৃষ্টি হলেই পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় ১৩ টিই জলমগ্ন হয়। এই বিষয়ে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হাসান আলি চৌধুরি নিচু এলাকা, তাই জল জমছে বলে সাফাই দেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠা শহরটিতে নিকাশি নিয়ে সারা বছরই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সামান্য দুই চার ঘণ্টার বৃষ্টিতে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পল্লিশ্রী এলাকা থেকে শুরু করে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের করুণাপল্লির বাসিন্দাদের জল যন্ত্রণা ভুগতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এদিন বাড়ি থেকে জমা নোংরা জল বের করার জন্য দমকল বাহিনীকে ডাকতে হয় পুরসভাকে। পল্লিশ্রী এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ বতমান পুরসভার চেয়ারম্যান তাদের পাশে নেই। একবারও আসেননি। এমনকী, পুরসভায় গিয়ে দেখা করতে চাইলেও তাদের সমস্যার কথা শোনা হয়নি। এই জন্য তারা ক্ষোভ উগরে দেন বর্তমান পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারীর বিরুদ্ধে। তবে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বপন নন্দীকে ওয়ার্ডবাসীর পাশে দেখা যায়। তিনি দ্রুত জমা জল যাতে বাড়ি থেকে বের করা যায় সেই বিষয়ে তদারকি করেন। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করছি বাড়ির ভেতর থেকে জল বের করার। দমকল কর্মীরা কাজ করছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, শহরে হাইড্রেন করা সত্ত্বেও কেন নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল? সামান্য বৃষ্টিতে জমা জল বাড়ি থেকে বের করতে কেন দমকল ডাকতে হবে? তাহলে কি বর্তমান পুরসভা শহরের নিকাশি পরিকল্পনা নিয়ে কোনও কিছু ভাবছেন না? সবমিলিয়ে আরামবাগ পুরসভায় জল যন্ত্রণা অব্যাহত।

নাবালক দেওরকে অপহরণ করে মুক্তিপণের দাবি করল বউদি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিজের নাবালক ছোট দেওরকে অপহরণ করে শ্বশুর বাড়িতে দুই লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবি করল বউদি। এমনকী হাত-পা বেঁধে নাবালক ওই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রকে অপহরণের পর ভিডিও কলে নৃশংস অত্যাচার দৃশ্য দেখানো হয় বলে অভিযোগ। অবিলম্বে মুক্তিপণ টাকা না দিলে খুনেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার বিষয়টি জানাজানি হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। নাবালক ছাত্রকে নৃশংস অত্যাচারের ছবির ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যদিও এব্যাপারে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে অপহৃত ছাত্রের পরিবার। কিন্তু পুলিশ এখনো পর্যন্ত ওই ছাত্র-সহ অপহরণকারীদের কোনো রকম সন্ধান চালাতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার থানার যদুপুর গ্রামের বাসিন্দা পঞ্চম শ্রেণির ওই নাবালক ছাত্রের নাম বাজিম শেখ (১০)। সেই স্থানীয় যদুপুর হাইস্কুলে পাঠরত। তারা ছয় ভাই। বাড়ির ছোটো ছেলে বাজিম। তার বাবা বাশির শেখ পেশায় দিনমজুর। পুলিশ জানতে পেরেছে, এই অপহরণের ঘটনায় ওই পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রের এক বউদি যুক্ত রয়েছে। সেই মূলত বিহারের কাটিহারে নিজের ছোট দেওরকে তুলে নিয়ে গিয়ে দুই লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবি করেছে।

অপহৃত ছাত্রের একদাদা সেলিম শেখ বলেন, আমাদের সেজ ভাই হালিম শেখ ভিন রাজ্যে কাজে রয়েছে। তার স্ত্রী জাহিদা খাতুন এই অপহরণের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। বউদি জাহিদা খাতুনের বাবার বাড়ি বিহারের কাটিহারে। গত ৮ জুলাই নিজের ছোট দেওর বাজিমকে সঙ্গে করে কাটিহারে যায় জাহিদা। এরপরই মোবাইলে ফোন করে দুই লক্ষ টাকার মুক্তিপণ দাবি করে। সেই টাকা দিতে না পারায় ছোট ভাই বাজিমকে হাত-পা বেঁধে অত্যাচারের ভিডিও ছবি রীতিমতো আমাদের কাছে পাঠাতে শুরু করেছে। আমাদের পরিবারটি অত্যন্ত গরিব। এত টাকা একসঙ্গে কোথায় পাব বুঝতে পারছি না। টাকা না দিলে ওরা ছোট ভাই বাজিমকে খুন করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিজের পরিবারের ছোট দেওরকেই অপহরণ করেছে সেজ বউদি। কাটিহারে একা যাবে না বলেই সেই ছোট দেওর বাজিমকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল ওই গৃহবধূ। এরপরই অপহরণের পরিকল্পনা করে শ্বশুরবাড়িতে দুই লক্ষ টাকার দাবি করেছে অভিযুক্ত মহিলা জাহিদা খাতুন। মোবাইলের সূত্র ধরেই পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি কাটিহার জেলার পুলিশের সঙ্গেও এব্যাপারে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

নামে ৫৬ ভোগ হলেও সংখ্যায় যেন শতাধিক

এভাবেই প্রতিদিন জগন্নাথের ভোগ নিবেদন হচ্ছে মায়াপুর ইসকনে!

নিলয় ভট্টাচার্য

নদিয়া: নামে ৫৬ সংখ্যা সেটি ১০০র ও বেশি। আর এভাবেই প্রত্যেকদিন মাসির বাড়িতে মহানন্দে রাজকীয়ভাবে দেশীয় বিদেশি মেনুতে আতিথেয়তা চলছে জগন্নাথ দেবের। মায়াপুরের ইসকনে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী গুন্ডিচা আর সেই গুন্ডিচা মন্দিরে প্রতিদিন তিন বেলা করে ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে, জগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রা মহারানীকে। প্রতিদিন ভোর চারটে থেকে ৫০ রান্নার লোক ও সহযোগী মিলে দেশি-বিদেশি মেনু তৈরি করে চলেছে জগন্নাথ দেবের ভোগ নিবেদনে। আর এভাবেই রথের দিন থেকে শুরু করে উল্টোরথ পর্যন্ত ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দির গুন্ডিচায় ভোগ নিবেদন হচ্ছে জগন্নাথ দেবের। কি নেই জগন্নাথ দেবের ভোগের মেনুতে? সাদা অন্ন থেকে শুরু করে ডাল, সবজি, পায়েস, মিষ্টি, খিচুড়ি, এমনকী চাউমিন পাস্তা, পোলাও, পিৎজা, রাইজা কোপ্তা ছানার ভরা সহ অসংখ্য পদে প্রতিদিন ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে। আর সেই প্রসাদ প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, প্রতিবারের মতো এবারেও মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হচ্ছে রথ যাত্রা উৎসব। ইসকন মায়াপুর থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির। উল্টো রথে ইসকনের চন্দ্রদোয় মন্দির থেকে পুনরায় জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে যাবেন জগন্নাথ দেব। তার আগে মায়াপুর ইসকন মন্দিরের গুন্ডিচায় এই কদিন রকমারি পদে ভোগ দেওয়া হচ্ছে। নামে ৫৬ হলেও সংখ্যায় সেটি শতাধিক। কি নেই জগন্নাথের ভোগে। এই কদিন ইসকন ভক্তরা জগন্নাথের ভোগ রাগ তৈরি করে জগতের নাথ জগন্নাথকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন।

ফুটপাথ পুনরুদ্ধারে বাজার মালিক-ব্যবসায়ীদের বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। রানিগঞ্জ বিধানসভার উখড়া বাজারের ফুটপাথ পুনরুদ্ধারে নেমেছে পঞ্চায়েত। ইতিমধ্যেই উখড়া বাজারের সরকারি জমির দখল করে যে সকল ফুটপাথ ও দোকানদাররা বসে আছেন, তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পঞ্চায়েত।

ঠিক এই মুহূর্তেই দেখা গেল আরও একটা ছবি উখড়া বাজারে। উখড়া পঞ্চায়েতের বিপরীতে রয়েছে মুখার্জি মার্কেট নামে একটা বাজার। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ সেই মার্কেটের মালিক মহম্মদ ফিরোজ খান তাঁর দোকানের সামনের টিনের শেড ভাঙতে আসেন। তাঁর দাবি, তাঁর মার্কেটে রয়েছে মোট ১৯টি দোকান, যে দোকানগুলোর সামনের অংশ টিনের চালা দিয়ে বাড়ানো হয়েছে। যেহেতু এই মুহূর্তে পঞ্চায়েত উখড়া বাজারের ফুটপাথ পুনরুদ্ধারে নেমেছে। তাই তিনি আগেভাগেই তাঁর বাজারের সমস্ত দোকানের সামনের চালা ভেঙে দিতে এসেছেন। কিন্তু তাতেই আপত্তি জানান বাজারের দোকানদাররা।

বাজার মালিক ফিরোজ খান দাবি করেন, আগামী দিনে পঞ্চায়েত বা প্রশাসন মাপ করার পর যদি তাঁর বাজারের দোকানগুলির সামনের টিনের ষেড ভাঙতে আসে, তা হলে তো মোটা টাকার ফাইন তাঁকে দিতে হবে

বাজার মালিক হিসেবে। আর সেই জন্যই তিনি আগেভাগেই তাঁর বাজারের দোকানদারদের সামনের টিনের শেড ভাঙতে চাইছেন।

বাজারের এক দোকানদার রাজেন বর্ণওয়াল জানান, এই মার্কেটের পুরনো মালিক বাজারের দোকানদারদের না জানিয়েই বাজার বিক্রি করেছেন। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। হঠাৎ করে নতুন মালিক এসে বাজারের দোকানের সামনের টিনের শেড ভেঙে দিতে চাইছেন। আর তাতেই আপত্তি দোকানদারদের। দোকানদারদের দাবি, কোনও রকম সময়সীমা বা নোটিশ না দিয়েই বাজারের নতুন মালিক তাঁদের দোকানের সামনের শেড ভাঙতে চাইছেন। যেহেতু এই বাজার নিয়ে আদালতে মামলা চলছে, তাই আদালত ও প্রশাসন যেটা রায় দেবে সেটা তাঁরা মেনে নেবেন। তবে যতদিন না এই রায় আসছে ততদিন দোকানের সামনের শেড ভাঙা যাবে না।

অর্ণবের হাতে খুন সৌম্যজিতের মায়ের চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মায়ের মন। তাই কিছুতেই মানতে চায় না। কষ্টটা এখনও জমাট বেঁধে রয়ে গিয়েছে, ৩৩ বছরের তরতাজা ছেলের তো কোনও দোষ ছিল না। তবু কেন ওরা মেরে দিল ওকে? মাঝে ১৪ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। হুগলির বাড়িতে বসে সেই মা চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তাঁর প্রশ্ন, 'একেই কি সুবিচার বলে?' যাঁর হাত থেকে এখনও মুছে যায়নি তাঁর ছেলের রক্ত, মায়ের অভিযোগ, সেই অর্ণব দাম ওরফে বিক্রম যাতে জেলে বসেই পিএইচডি করতে পারেন, তার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়েছে সরকারি তরফে। মিডিয়ায় আছড়ে পড়ছে একের পর এক খবর। অর্ণব কতটা 'প্রতিভাবান', যেন এমনটাই প্রতিভাত হচ্ছে সমাজে। অথচ তাঁর অন্যদিকটা থেকে যাচ্ছে অন্ধকারে। মা, সুমিতা বসুর আকুতি, 'এই অর্ণবই তো বলেছিল, আমার ছেলেকে ছেড়ে দেবে। অযোধ্যা পাহাড় থেকে ফোনে আমার ছেলে বলেছিল, মা চিন্তা কোরো না। দাদারা ছেড়ে দেবে বলেছে। কই ছাড়ল না তো!'

ভূগোলের শিক্ষক, সাতে-পাঁচে না-থাকা সৌম্যজিৎ বসু মা-স্ত্রী-পুত্রকে বাড়িতে রেখে বন্ধু পার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে গিয়েছিলেন অযোধ্যা পাহাড়ে বেড়াতে। পার্থ

ছিলেন রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর। অযোধ্যা পাহাড়ে মাওবাদীদের হাতে ধরা পড়ে যান দু'জন। তখন সেখানকার এরিয়া কম্যান্ডার অর্ণব ওরফে বিক্রম। বেড়ানোর অছিলায় পার্থ আদতে মাওবাদীদের খবর সংগ্রহ করতে এসেছেন, এই অভিযোগে দুই বন্ধুকে অপহরণ করে মাওবাদীরা।

মায়ের অভিযোগ, নিরীহ সৌম্য এর বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তার দু'দিন পরে ২০১০-এর ২১ অক্টোবর, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন রাত ১১টা ৪০ মিনিটে হুগলির বাড়িতে সুমিতার মোবাইলে সৌম্যর নম্বর ফুটে ওঠে। সৌম্য নয়, ফোনের অন্য প্রান্তে ভেসে আসে অন্য গলা। মায়ের দাবি, 'ফোনের ও-প্রান্ত থেকে বলা হয়, আমি পুরুলিয়া থেকে বিক্রম বলছি।' সৌম্য কী করেন, কোন স্কুলে পড়ান, সেখানকার প্রধান শিক্ষকের নাম কী, মোবাইল নম্বর কত, এমন বেশ কিছু প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয় ওপার থেকে। বাড়িতে থাকা সৌম্যর দুই দাদা অভিজিৎ ও সুজিত পরিস্থিতি বুঝতে পারেন।

মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে সৌম্যর শ্বশুরবাড়িতে ফোন করে একই তথ্য জানতে চাওয়া হয়। এর প্রায় ৪০ মিনিট পরে সৌম্য নিজে ফোন করে বলেন, 'দাদারা খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। কাল ছেড়ে দেবে বলেছেন।' সেই শেষ শোনা যায় সৌম্যর গলা। ২০১১-র যে দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শপথ গ্রহণ করে, সেই ২০ মে পাহাড়ের বুকে ১৪ ফুট গর্তের নীচে দুই বন্ধুর দেহ মেলে। সুমিতা ও সৌম্যর ছেলের ডিএনএ নমুনা নিয়ে তা মিলিয়ে শনাক্ত করা হয় দেহ। বুকের অতলে জমিয়ে রাখা কষ্টটা এতদিন পরে যেন নতুন করে খুঁচিয়ে দিচ্ছে সময়। মুখ্যমন্ত্রীকে মা লিখেছেন, 'কেমন করে ভুলি যে, এই বিক্রমই কথা দিয়েছিল ছেলেকে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবে। তার কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরীহ সৌম্যর প্রাণ কেড়ে নিতে হাত কাঁপেনি তার। আজ সে বিপ্লবী, মহান, সরস্বতীর উপাসক হিসেবে সমাদৃত। আর আমি...!'

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** "মেট্রো রেলওয়ে প্রোজেক্ট, কলকাতার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত মেট্রো রেলওয়ে প্রোজেক্টের জন্য, অর্থাৎ জোকা-বি.বা.দী. বাগ, নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট, কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর, নোয়াপাড়া-বারাসাত, সেক্টর-V থেকে হাওড়া ময়দান করিডর এবং জোকা ও নিউ টাউন ডিপো ইত্যাদিতে রেলওয়ে জমির মিউটেশন, রিকনসিলিয়েশন, ডিজিটাইজেশনে সুবিধার জন্য কাজের সম্পাদন"। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩৪,৭৭,৬৩০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৬৯,৬০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ছয় (০৬) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৪-এ দুপুর ১২.০০টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধনী, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৮৬-২০২৪(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. **WBMAD/CM/ UHWC/NIT-1(1st call)/ 2024-25**, Tender Id: **2024_MAD_713185_1** for **UHWC RENOVATION** under. For further information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT

Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No.-05/15th CFC/Tied 1st Inst. 2024-25)/ DGP/ 2024-25. Memo No- 166/(8)/En/ DGP/2024-25 Date. 09/07/2024.

Sl. No. Particular's, Date & Time-

1) Date of uploading of NIT Documents (online)- **12/07/2024 from 06.00 p.m**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **12/07/2024 from 06.00 p.m.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **13/07/2024 from 09.00 a.m.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & Last date of submission of EMD (online)- **22/07/2024 upto 09.00 a.m**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **24/07/2024 at 10.00 a.m**

All time Fixed as per online sever time. For details, please visit website- **http://wbtender.gov.in**

Sd/-, Prodhan Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT

Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No.-04/15th CFC/Untied 1st Inst. 2024-25)/ DGP 2024-25. Memo No- 165/(8)/En/ DGP/2024-25 Date. 09/07/2024.

Sl. No. Particular's, Date & Time-

1) Date of uploading of NIT Documents (online)- **12/07/2024 from 06.00 p.m**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **12/07/2024 from 06.00 p.m.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **13/07/2024 from 09.00 a.m.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & Last date of submission of EMD (online)- **22/07/2024 upto 09.00 a.m**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **24/07/2024 at 10.00 a.m**

All time Fixed as per online sever time. For details, please visit website- **http://wbtender.gov.in**

Sd/-, Prodhan Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT

Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No.-06/15th CFC/(Untied) 1st Inst. 2024-25)/ DGP/ 2024-25. Memo No- 167/(8)/En/ DGP/2024-25 Date. 09/07/2024.

Sl. No. Particular's, Date & Time-

1) Date of uploading of NIT Documents (online)- **12/07/2024 from 06.00 p.m**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **12/07/2024 from 06.00 p.m.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **13/07/2024 from 09.00 a.m.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & Last date of submission of EMD (online)- **22/07/2024 upto 09.00 a.m**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **24/07/2024 at 10.00 a.m**

All time Fixed as per online sever time. For details, please visit website- **http://wbtender.gov.in**

Sd/-, Prodhan Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT

Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No.-03/5th SFC/Untied 2023-24)/ DGP 2024-25. Memo No- 154/(8)/En/DGP, 2024-25. Date. 05/07/2024.

Sl. No. Particular's, Date & Time-

1) Date of uploading of NIT Documents (online)- **08/07/2024 from 06.00 p.m**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **08/07/2024 from 06.00 p.m.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **09/07/2024 from 10.00 a.m.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & Last date of submission of EMD (online)- **16/07/2024 upto 06.00 p.m**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **19/07/2024 at 12.00 a.m**

All time Fixed as per online sever time. For details, please visit website- **http://wbtender.gov.in**

Sd/-, Prodhan Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

NABADWIP MUNICIPALITY

SHORT NIT NOTICE

e-NIT are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.**1) NIT No:WS/NM/NIT-03e/2024-25. ID: 2024_MAD_713311_1**.Last Date of receiving NIT **20-Jul-2024 05:55 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in** Tender ID.

Sd/- Chairman Nabadwip Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/003(e)/2024-25 dt.12.07.2024

Chairman,Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engagement of different types of vehicle with manpower and logistics at Municipal locality for the period of 3 months. Documents download start date – **13.07.2024**. Bid Submission Closing Date – **24.07.2024**. For Details :- **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman Uttarpara-Kotrung Municipality

Press Notice

Sealed Quotations are hereby invited for Chilli Seed under PSME schemes under PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide NIQ-01/PSME/PMKSY-WDC 2.0/ 01/2021-22, in the district of Purulia. For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit Office Notice Board. Last date for submitting sealed quotation on 24.07.2024

Sd/- Assistant Director of Agriculture Baghmundi Block & PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT

E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **Chak/217/15thFC/Tied/24, Chak/218/15thFC/Tied/24, Chak/219/5thSFC/Tied/24, Chak/220/5thSFC/Tied/24, Date :- 11/07/2024** At different place within at Chakmanik Gram Panchayat. Last date of online submission is 22/07/2024. Details will be available at the website : **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan Chakmanik Gram Panchayat B/Budge II, South 24 Parganas

OFFICE OF THE MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-743402 e-mail: mukundabaghgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (**NIeT**) **No: 01/MGP/15th FC/2024-25 & 02/MGP/15th FC/2024-25 Dated: 12-07-2024.** The last date for online submission of tender is **22-07-2024 (Monday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Jayanti Mahato (Prodhan, Mukundabagh GP) (SL: 01)

KAMRA GRAM PANCHAYAT

E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **KGP/692/2024, KGP/693/2024, Date :04/07/2024** At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 15/07/2024. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan Kamra Gram Panchayat B/Budge II, South 24 Parganas

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT

Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No.-02/15th CFC/Untied (2nd int 2023-24)/ DGP 2024-25. Memo No- 153/(8)/En/DGP, 2024-25. Date. 05/07/2024.

Sl. No. Particular's, Date & Time-

1) Date of uploading of NIT Documents (online)- **08/07/2024 from 06.00 p.m**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **08/07/2024 from 06.00 p.m.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **09/07/2024 from 10.00 a.m.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & Last date of submission of EMD (online)- **16/07/2024 upto 06.00 p.m**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **19/07/2024 at 12.00 a.m**

All time Fixed as per online sever time. For details, please visit website- **http://wbtender.gov.in**

Sd/-, Prodhan Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

Jagadishpurhat, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-5/2024-25, dated 12.07.24 Sl- 1 to 2 & WB/HOW/BJPS/JGP/NIT-6/2024-25, dated 12.07.24 Sl- 1 to 2** .Fund: **15th FC (UNTIED) & 15th FC (TIED).** Bid submission start date: **12.07.24 at 6.00 PM.** Last date of Bid submission: **19.07.2024 upto 6.00 PM.** Date of opening: **22.07.2024 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- PRODHAN JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE PAHARPUR GRAM PANCHAYAT

P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)

The undersigned is hereby published the **e -Tender vide No. 3/PGP/5th SFC/2024-25 (Tender ID: 2024_ZPHD_712784_1** for Installation of Solar Street light. Bid submission start date (online) **13/07/2024 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **20/07/2024 upto 5-30 p.m.** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**

Sd/- Prodhan Paharpur Gram Panchayat Raninagar-I Block, Msd

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY

Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-54/3RDCALL/2023-24,WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-48/5TH CALL/2023-24,WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-2/2ND CALL/2024-25** for Construction of Storm Water Drainage in Ward No- 06, 13 & 25 under Krishnanagar Municipality. and **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-3/2ND CALL/2024-25** for SUPPLY AND LAYING 110 mm Dia HDPE PIPES. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id:2024_MAD_713249_1, 2024_MAD_713133_1,2024_MAD_711950_1 & 2024_MAD_711899_1.**

Sd/- Chairman Krishnanagar Municipality

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT

Jalangi, Murshidabad

Notice Inviting e-Tender No.-01/15th CFC/Tied (2nd int 2023-24)/ DGP 2024-25. Memo No- 151/DGP, Date. 05/07/2024.

Sl. No. Particular's, Date & Time-

1) Date of uploading of NIT Documents (online)- **08/07/2024 from 06.00 p.m**
2) documents Download /Sell Start Date (online)- **08/07/2024 from 06.00 p.m.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **09/07/2024 from 10.00 a.m.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & Last date of submission of EMD (online)- **16/07/2024 upto 06.00 p.m**
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **19/07/2024 at 12.00 a.m**

All time Fixed as per online sever time. For details, please visit website- **http://wbtender.gov.in**

Sd/-, Prodhan Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT

Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)

ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for14 nos. sinking of tube well (vide **NIT NO.02, sl no 1-14).** The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess is **Rs.184803.60** respectively. The last bid submission date is **20/07/2024 till 01:00 pm.** Visit to our GP Office or wbtenders.gov.in for details.

Sd/- Pradhan Gangasagar Gram Panchayat

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Supply Fish Fingerlings and Duckling (PSME scheme) under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **11/07/2024** to **5/08/2024. Vide NIT- 01/PMKSY-WDC2.0/01- PSME-01/2024-25 and Vide NIT- 02/PMKSY-WDC2.0/01-PSME-02/2024-25.** Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Assistant Director of Agriculture Baghmundi Block & PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

BHABTA-1 GRAM PANCHAYAT

(Under Beldanga-I Block) Vill+P.O-BHABTA * DIST.- MURSHIDABAD (W.B.)

Ref:- NIeT No -02/BHB-I/15th FC / 2024-25 of Dated:- 10.07.2024 for 10 Nos of tender Last Date of Application for Tender Form upto **22.07.2024 (upto 2.00 PM)** (except holidays). Date of Sale of Tender Form on **23.07.2024 (from 11.00 AM to 4.00 PM).** Date of Dropping of Sealed Tender form on **24.07.2024(upto 2.00 PM).** Date of Opening of Tender **24.07.2024 (at 2.10 PM)** , 10 nos of tender

Sd/- Prodhan Bhabta-I Gram Panchayat Vill+post-Bhabta, MS

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২৮-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫, তারিখঃ ১০.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/স্থানঃ** আসানসোল ডিভিসন-দেওঘর-বাঁকা শাখায় ওএফসি-র মাধ্যমে বিপিএসি মিডিয়া রিডানড্যান্সির ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৭০,০০,৯০২.২৯ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,৩৫,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **ওয়েবসাইট বিবরণঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। টেন্ডারদাতা/বিডদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই রেজিস্টার্ড থাকতে হবে। কেবলমাত্র রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতা/ বিডদাতারা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ASN-116/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice inviting e-tenders and general quotations

A. E-tenders are invited for 1) split AC, 2) CCTV, 3) interactive flat panel, 4) furniture and 5) LED Projectors. For submitting e-tenders visit **www.wbtenders.gov.in.**

B. Sealed general quotations are invited for purchasing different items, renovations and repairing of different infrastructure and items, annual contract for security, housekeeping, pest control, maintenance of Computers and lease of canteen and cheap store. For detail list visit college website **www.sammilanimahavidyalaya.ac.in** and see advt. no.**SMV/Gen.Quotn./2024/02, dated 12.07.2024**. Last date for submission of e-tenders and general quotations is **27.07.2024.**

Sd/- Principal Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

সংশোধনী

নং. পিসিএমএম/সিএডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/করিজেন্ডাম/২৪/১৬, তারিখ ঃ ০৯/০৭/২০২৪। ই-টেন্ডারের নিম্নলিখিত সংশোধনীটি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য। প্রত্যাশিত/সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের বিশদ নির্দেশের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে নজর রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এগুলি ই-টেন্ডার তাই কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন দরপ্রস্তাবই গৃহীত হবে। **ক্র. নং.; টেন্ডার নং.; টেন্ডার খোলার তারিখ** নিম্নরূপ; **[১]**; ক্র. নং. ১৬৪ অফ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৩৩ তারিখ ঃ ৩১.০৫.২০২৪; ১৪২৪৩০০৪এ; টেন্ডার খোলার তারিখ বিদ্যমান তারিখের পরিবর্তে "২৬/০৭/২০২৪" তারিখ রূপে পড়তে হবে। **[২]** ক্র. নং. ২০২ অফ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২৪/৩৭ তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৪; ১৪২৪২৬২৩; টেন্ডার খোলার তারিখ বিদ্যমান তারিখের পরিবর্তে "২৭/০৭/২০২৪" তারিখ রূপে পড়তে হবে।

PR5/517

পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস,, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৪/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ১০৮_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে রামপুরহাট-দুমকার মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/ রামপুরহাটের অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (কিমি ১০১/০-১৬২/২)। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৭৬,২৫,৬৯৯.১১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৩৮,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ১০৯_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধিকারক্ষেত্রে রামপুরহাটে রানিং রুমের আপগ্রেডেশন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩৮,০১,০৭৯.১৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৭৬,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, ই-টেন্ডার নংঃ ১১০_২০২৪-২৫ ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** বোলপুরে রানিং রুম এবং ক্রু বুকিং লবি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩৩,৪৭,২৪২.৯৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৬৭,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৪, ই-টেন্ডার নংঃ ১১১_২০২৪-২৫-জোন ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ, কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাটের অধীনে জোন নং. ২৩ (জেনারেল জোন এবং রোড জোন)। ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়সীমা। অধিকারক্ষেত্র-কিমি ১৩৫/০ থেকে কিমি ১৭২/২ - বাঁশলোই ব্রিজ থেকে গুমানি (বোনীডাঙ্গা লিংক কেবিন ব্যতীত) তৎসহ রাজগ্রাম এবং পাকুড় কোয়্যারি। এই কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এইএন/রামপুরহাটের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে জেনারেল কাজ, স্যানিটারি কাজ, কাঠের কাজ, রাস্তার কাজ ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৬০,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩ এবং ৪-এর জন্য)। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং. ১ ও ৪-এর জন্য) এবং স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস (ক্রমিক নং. ২ ও ৩-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-165/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 34, KOLKATA, SATURDAY
13 JULY 2024, PAGE 8

সবাইকে সব ধরনের ক্রিকেট খেলতে হবে

দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ছাত্রদের দাওয়াই হেডস্যর গম্ভীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন কোচ নিযুক্ত হয়েছেন গৌতম গম্ভীর। আগামী শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে দায়িত্ব নেবেন তিনি। তার আগে ছাত্রদের বিশেষ বার্তা দিলেন নতুন কোচ। প্রথমত, দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ফিটনেস বজায় রাখতে পারলে যে কোনও ক্রিকেটার তিন ধরনের ক্রিকেটই খেলতে পারেন।

কোচ নিযুক্ত হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, ''চোট খেলোয়াড়দের জীবনের অংশ। কেউ তিন ধরনের ক্রিকেট খেললে চোট লাগতেই পারে। চোট লাগলে আবার ফিট হয়ে ফিরতে হয়। তার পর আবার সে তিন ধরনের ক্রিকেটই খেলতে পারে। কাউকে নির্দিষ্ট কোনও ধরনের ক্রিকেটের জন্য চিহ্নিত করতে চাই না। কেউ শুধু টেস্ট খেলবে, এটা বলা যায় না। তার উপর যাতে বেশি চাপ না পড়ে বা চোট না লাগে, সেই ভাবে ব্যবহার করায় ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি না।'' ক্রিকেটারদের জীবন নিয়ে গম্ভীর বলেছেন, ''এক জন পেশাদার ক্রিকেটারের জীবন খুব বড় হয় না। সে যখন দেশের হয়ে খেলে, তখন তার লক্ষ্য থাকে যত বেশি সম্ভব খেলা। কেউ ভাল ফর্মে থাকলে, তার তিন ধরনের ক্রিকেটই খেলা

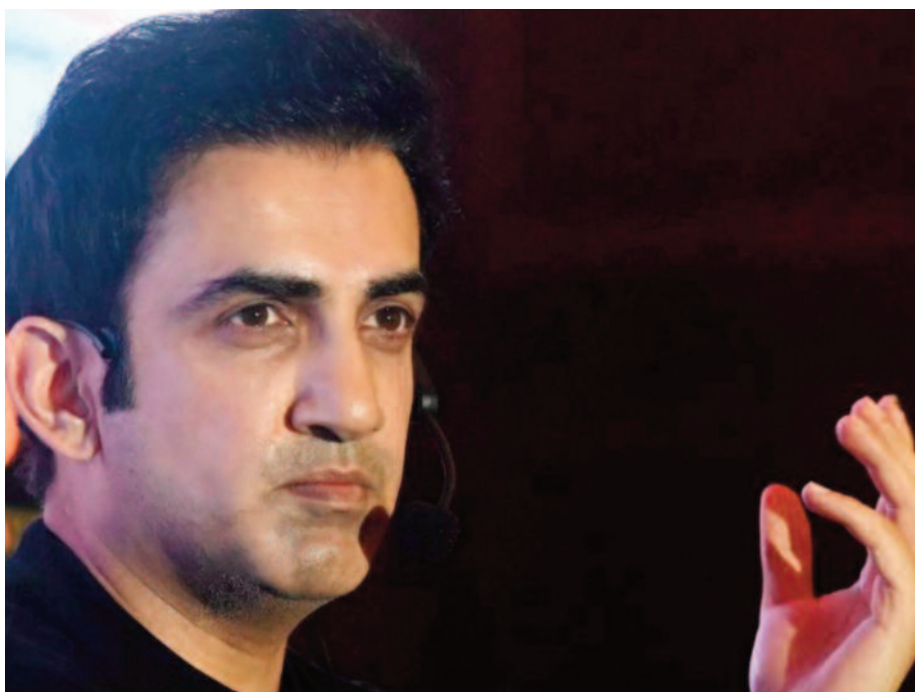

উচিত।''

ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের প্রতি গম্ভীরের পরিষ্কার বার্তা, ক্রিকেট দলগত খেলা। তাই দলের স্বার্থই তাঁর কাছে সব সময় অগ্রাধিকার পাবে। ৪২ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, ''ক্রিকেটারদের একটাই কথা বলতে চাই। সততার সঙ্গে খেল। পেশাদার হিসাবে যতটা সম্ভব ততটা সৎ থাকার চেষ্টা কর। তা হলেই সাফল্য পাবে। আমি যখন ব্যাট করতাম, তখন কখনও ফলের কথা ভাবতাম না। কখনও নিজের কথা ভেবে খেলিনি কথা। লক্ষ্য থাকত যত বেশি সম্ভব রান করা। পেশাগত ভাবে সব সময় সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। তাতে যা হওয়ার হয়েছে। আসলে জীবনে কিছু নীতি থাকা দরকার। মূল্যবোধ নিয়ে বাঁচা উচিৎ। যেটা সঠিক মনে হয়, সেটাই করা উচিৎ। তাতে পুরে বিশ্ব বিরুদ্ধে চলে গেলেও নিজের নীতি থেকে সরে যাওয়া ঠিক নয়। বিশ্বাস রাখতে হবে, যেটা করছি সেটা দলের প্রয়োজনের জন্যই করছি এবং সেটাই সেরা।''

গম্ভীর বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি আগ্রাসী ক্রিকেটের পক্ষে। প্রয়োজনে তর্কও করতে পারেন। ভারতীয় দলের নতুন কোচ বলেছেন, ''মাঠে আগ্রাসী থাকতে পছন্দ করি। অনেক সময় তর্কে জড়িয়েছি। সব সময় দলের স্বার্থেই তর্ক করেছি। দলই শেষ কথা। তাই দলের স্বার্থ মাথায় রেখেই সব কিছু করার চেষ্টা করি। ক্রিকেট ব্যক্তিগত স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সকলের উচিত দলকে জেতানোর জন্য নিজের সেরাটা দেওয়া। দলগত খেলায় এটাই প্রয়োজন। মাথায় রাখতে হবে, ক্রিকেট কোনও ব্যক্তিগত খেলা নয়। তাই এখানে ব্যক্তিগত সাফল্যের কথা ভেবে খেললে হবে না। দলই সবার আগে। দলই সব। এক জন ক্রিকেটারের স্বার্থ সব শেষে।''

'হেডস্যর' গম্ভীর প্রথমেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর অধীনে ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে খেলতে হবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের। দলের প্রয়োজন অনুযায়ী খেলতে না পারলে, বাদ দিতেও দ্বিধা করবেন না।

অ্যান্ডারসনের বিদায় বড় জয়ে রাঙালেন স্টোকসরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষেই বোঝা যাচ্ছিল, লর্ডস টেস্টে ইংল্যান্ডের জয়টা সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সময়ের ব্যাপারটা ইংল্যান্ড আজ তৃতীয় দিন সকালে ১ ঘণ্টার একটু বেশি সময়ের মধ্যেই সেরে ফেলল। ইনিংস ও ১১৪ রানের জয়ে জেমস অ্যান্ডারসনের বিদায় রাঙালেন বেন স্টোকসরা।

লর্ডস টেস্টকে অনেকেই বলছেন অ্যান্ডারসনের টেস্ট। ৪১ বছর বয়সী ইংলিশ ফাস্ট বোলার আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডসের এই টেস্টটি তাঁর ক্যারিয়ারের শেষ। তাই প্রথম দিন থেকেই ম্যাচটি হয়ে যায় অ্যান্ডারসনের টেস্ট।

নিজের টেস্টের শেষ মুহূর্তটাও অ্যান্ডারসনও তাঁর মতো করে রাঙিয়ে নিয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ৬ উইকেটে ৭৯ রান নিয়ে। দিনের ১৪তম ওভারেই উইকেট হারায় তারা। সেই উইকেটটি নেন অ্যান্ডারসন নিজেই। জসুয়া ডি সিলভাকে বলটি অ্যান্ডারসন করেছিলেন কল্পিত চতুর্থ স্টাম্প বরাবর। সেই বল ব্যাটের কানা ছুঁয়ে চলে যায় জেমি স্মিথের গ্লাভসে।

এটা নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর উইকেট দাঁড়ায় ৩টি। প্রথম ইনিংসে পেয়েছেন ১ উইকেটে।

এরপর দ্রুতই আলজারি জোসেফ ও সামার জোসেফকে তুলে নেন গাস অ্যাটকিনসন। পরে জেইডেন সিলসের উইকেট নিয়ে প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। অভিষেক টেস্টে সব মিলিয়ে ১২ উইকেট হয়েছে অ্যাটকিনসনের। প্রথম ইনিংসে ৪৫ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট ৬১ রানে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২১ ও ৪৭ ওভারে ১৪৭ (মোতি ৩১, অ্যাথানেজ ২২, হোল্ডার ২০, লুইস ১৪; অ্যান্ডারসন ৩/৩১, অ্যাটকিনসন ৫/৬১, স্টোকস ২/২৫)।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৯০ ওভারে ৩৭১ (ক্রলি ৭৪, স্মিথ ৭০, রুট ৬৮, পোপ ৫৭, ব্রুক ৫০ , সিলস ৪/৭৭, মোতি ২/৪১, হোল্ডার ২/৫৮)।

ফল ইংল্যান্ড ইনিংস ও ১১৪ রানে জয়ী।

অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে নেই বুমরা, অন্য চার জনকে নিয়ে ভাবছে বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী কয়েক মাসে ভারতীয় ক্রিকেটে বেশ কিছু বদল হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি এবং রবীন্দ্র জাডেজা। নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে অবশ্যই রয়েছেন হার্দিক পাণ্ড্য। আর কে কে ভারতীয় দলের নেতা হতে পারেন?

জম্বিাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শুভমন গিল। তবে সিনিয়র ক্রিকেটারেরা দলে ফিরলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হার্দিককেই অধিনায়ক হিসাবে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অধিনায়ক হিসাবে ফিরতে পারেন তিনি। যদি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হার্দিক না খেলেন, তা হলে নেতৃত্ব দিতে পারেন সূর্যকুমার যাদব। ভাবা হচ্ছে না যশপীত বুমরাকে। যদিও তিনি ভারতকে টি-টোয়েন্টি এবং টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ভারতের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটির সদস্য যতীন পরাঞ্জপে আগামী দিনের অধিনায়ক হিসাবে চার জনকে বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, তশ্রীলঙ্কা সফরে অধিনায়ক হার্দিক। সহ-অধিনায়ক করা হতে পারে ঋষভ পন্থকে। ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসাবে চার জনকে ভাবা হচ্ছে। হার্দিক পাণ্ড্য, ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আয়ার এবং লোকেশ রাহুল। রাহুল দুর্দান্ত ক্রিকেটার। এক দিনের

ক্রিকেটে ওর না খেলার কথা শুনেছি। কিন্তু আমি জানি না সেটা কতটা সত্যি। রাহুল সব ধরনের ক্রিকেট খেলতে পারে।দ

পরাঞ্জপে নাম নিয়েছেন শ্রেয়সের। কিন্তু তিনি ভারতের বার্ষিক চুক্তিতে নেই। আগামী দিনে তাঁকে ভারতীয় দলে ফেরানো হবে কি না সে দিকে নজর থাকবে। হয়তো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরেই তাঁকে জাতীয় দলে ফেরানো হবে। পরাঞ্জপে বলেন, তশ্রেয়সকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজের জায়গা পাকা করতে হবে। তবে অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে থাকবে ও। আইপিএলে আমরা চার জনের নেতৃত্ব দেওয়া দেখছি। এদের মধ্যে এক জন ভবিষ্যতে দীর্ঘ দিনের জন্য ভারতের অধিনায়ক হবে।দ

টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও রোহিত এখনও টেস্ট এবং এক দিনের ক্রিকেটে খেলছেন। সেখানে আপাতত তিনিই অধিনায়ক থাকবেন।

বিপক্ষ সমর্থকদের মারধোর, লম্বা নির্বাসন হতে পারে উরুগুয়ের দুই ফুটবলারের, পাশে সুয়ারেস

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোপা আমেরিকা থেকে বিদায় নেওয়ার পর কলম্বিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়েছিলেন উরুগুয়ের ফুটবলার ডারউইন নুনেজ এবং রদ্রিগো বেনতাঙ্কুর। দুই খেলোয়াড়কে লম্বা সময়ের জন্য নির্বাসিত করতে পারে ফিফা। ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে অপরাধ প্রমাণিত হলে অনেক দিন মাঠে

নামতে পারবেন না তাঁরা। এ দিকে, দুই সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়েছেন উরুগুয়ের ফুটবলার লুই সুয়ারেস।

এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে নিজে থেকে ব্যবস্থা নিতে পারে ফিফা। গোটা বিশ্বে যেখানেই সেই খেলোয়াড় খেলুন, নির্বাসনের মেয়াদ পূরণ করতে হবে। ঠিক কত ম্যাচ বা কত দিন নির্বাসিত থাকতে হবে, তা স্পষ্ট করে বলা নেই।

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ১৫ ফুট উঁচু দেওয়াল টপকে দর্শকাসনে উঠে কলম্বিয়ার সমর্থকদের ঘুষি মারছেন নুনেজ। মাঠ থেকে সমর্থকদের দিকে বোতল ছুড়তে দেখা গিয়েছে বেনতাঙ্কুরকে। আরও দুই ফুটবলার হোসে জিমেনেজ এবং রোনাল্ড আরাউজোও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। তবে সরাসরি মারপিট করেননি। পরে পুলিশ এসে দু'পক্ষকে আলাদা করে দেয়। লাতিন আমেরিকার ফুটবল সংস্থা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ম্যাচের পর সুয়ারেস বলেছেন, স্ত্রী, বান্ধবী, সন্তান বা বয়স্ক বাবা-মা থাকলে যে কেউ তাঁদের রক্ষা করতে চাইবে। যা হয়েছে তা কেউ দেখতে চায় না। কিন্তু আপনার পরিবারকে আক্রমণ করলে তার প্রতিবাদ করতেই হবে। আমরাও নিজেদের পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।

ইংল্যান্ডের 'সেরা' ফোডেন কি ফাইনালে জ্বলে উঠতে পারবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইউরো শুরুর আগে যে নামগুলোর জন্য ইংল্যান্ডকে ফেবারিট ধরা হচ্ছিল, ফিল ফোডেন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্রিমিয়ার লিগের মৌসুম-সেরা খেলোয়াড়ের ওপর ইংলিশদের বাড়তি প্রত্যাশা থাকাটা অস্বাভাবিকও ছিল না।

ম্যানচেস্টার সিটিকে টানা চতুর্থ লিগ শিরোপা জেতাতে বড় অবদান রেখেছেন ফোডেন। গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৩ ম্যাচে ২৭ গোল করেছেন, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ১২টি। তাঁকে নিয়ে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেছিলেন, 'সে অতীতে ছোট মানুষ ছিল, এখন সে শীর্ষ খেলোয়াড়।'

বছর শুরুর আগে ফোডেনও যে সেরাদের একজন হতে চেয়েছিলেন, তা তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, 'বছরের শুরুতে আমি বলেছিলাম, লিগের সেরা খেলোয়াড়দের একজন হতে চাই। আমি জানতাম যে আমাকে এগিয়ে আসতে হবে।'

তবে সিটির হয়ে দায়িত্ব নিয়ে 'এগিয়ে আসা' ফোডেন ইংল্যান্ডের জার্সিতে এখনো ম্লান। বিশেষ করে ইউরোয় ৬ ম্যাচে মাঠে নেমে একটি গোলেও অবদান রাখতে না পারার বিষয়টি ফোডেনের নামের সঙ্গে বড্ড বেমানান। প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারায় ৬ ম্যাচের ৫টিতেই তাঁকে তুলে নিয়ে বদলি নামিয়েছেন ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে তাঁর ওপর ভরসা রাখ

তে পারেননি তিনি।

স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটাই ধরা যাক। ম্যাচের যোগ করা সময়ে ইংল্যান্ড যখন ১,০ গোলে পিছিয়ে, ফোডেনকে তুলে নেন সাউথগেট। সিটির এই ফরোয়ার্ডের মাঠ ছাড়ার পরই গোল করে ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরান জুড বেলিংহাম। সুইজারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও ম্যাচ যখন সমতায়, তখন তাঁকে বদলি করেন সাউথগেট।

বোঝাই যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারছে না দল। এ জন্য অবশ্য ইংলিশ কোচকে দায় দেওয়ার সুযোগও সামান্য। ফোডেনের পারফরম্যান্সই সাউথগেটকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে।

নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে ফোডেন নিজেও বেশ হতাশ। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, 'মিথ্যা বলব না, আমি বেশ হতাশ। আমি গোল করার চেষ্টা করছি এবং ইংল্যান্ডের হয়ে ভালো কিছু করতে চাচ্ছি।' হতাশ ফোডেন তখন আরও বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমি একটু একটু করে ভালো করছি। প্রতি ম্যাচে উন্নতি হচ্ছে।'

সেই প্রমাণ অবশ্য সেমিফাইনালে পাওয়া গেছে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেই ম্যাচের প্রথমার্ধে ফোডেন দারুণ খেলেছেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পেয়ে যেতেন নিজের প্রথম গোলটিও। কোবি মাইনুর পাস থেকে বল পেয়ে ফোডেনের নেওয়া শট গোললাইন থেকে ফেরান ডেনজেল ডামফ্রিস।

এখন পর্যন্ত সেরা ছন্দে দেখা না গেলেও ফোডেনের সামনে এখনো একটি সুযোগ আছে। ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে ইংল্যান্ডকে দারুণ কিছু করতে হলে জ্বলে উঠতে হবে ফোডেনকে। অ্যাটাকিং থার্ডে নিজের দিনে যেকোনো প্রতিপক্ষকে একাই গুঁড়িয়ে দিতে পারেন তিনি। বার্লিনে রোববারের ফাইনালে সেই ফোডেনকে দেখার অপেক্ষায় থাকবেন 'থ্রি লায়ন' সমর্থকেরা।

'মেসিই হয়তো আমার সন্তানের আশীর্বাদপুষ্ট', বললেন ইয়ামালের বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীতে এখন অন্যতম সুখী মানুষের নাম মৌনির নাসরাউয়ি।

ভদ্রলোককে অপরিচিত লাগতেই পারে। যদি বলা হয় তিনি লামিনে ইয়ামালের বাবা, তাহলে সম্ভবত সুখী থাকার কারণটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ইউরোয় ইয়ামাল যা দেখাচ্ছেন, তাতে বাবা হিসেবে তাঁর বুকটা গর্বে ভরে যাওয়ার কথা। ইউরোয় সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে শুধু মাঠে নামার রেকর্ডই গড়েননি ইয়ামাল, সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ডও গড়েছেন চোখ ধাঁধানো এক গোলে। আর সেটাও সেমিফাইনালের মতো ম্যাচে। এমন পারফরম্যান্সের পর ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকারের কথাটাও নিশ্চয়ই শুনেছেন নাসরাউয়ি, 'একজন মহাতারকার জন্ম হলো।' তাহলে বলুন, নাসরাউয়ি কেন গর্ব বোধ করবেন না?

বাবা হিসেবে তিনি যে এখন ভীষণ গর্বিত, সেটা বোঝা যায় স্পেনের সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোর সঙ্গে নাসরাউয়ির আলাপচারিতায়ও। এবারের ইউরোয় ছেলের পারফরম্যান্স নিয়ে বলেছেন, 'আর সবার মতো আমিও আনন্দ নিয়ে উপভোগ করছি। আমরা ফাইনালে উঠেছি এবং স্পেনের সব খেলোয়াড়ের জন্য গর্ব লাগছে।'

কিন্তু ছেলের জন্য গর্বটা একটু বেশি লাগাই তো স্বাভাবিক? নাসরাউয়ি সরাসরি এর উত্তরে যাননি। এটুকু বলেছেন, ইয়ামালের জন্মের পরই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ছেলে একদিন বড় কিছুই হবে, 'আমি জানতাম সে তারকা হয়ে উঠবে। বাবারা এমনই মনে করেন এবং যেকোনো বাবাই চান তাঁর সন্তান সেরা হয়ে উঠুক। আমি তার জীবনে সেরাটাই কামনা করি ও আশা করি যেন ইউরো জিততে পারে, তাতে আমরাও চ্যাম্পিয়ন হব।'

নাসরাউয়ি জানিয়েছেন, ১৬ বছর বয়সী ইয়ামাল নিজেও এখন খেলছে মেজাজে আছেন। তাঁর বাবার ভাষায়, 'লামিনে উচ্ছ্বাসের মধ্যে আছে। অন্য সব খুদেদের মতো সে, ও সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ইউরো জিততে চায়।'

ইয়ামালের জন্ম ২০০৭ সালের ১৩ জুলাই কাতালুনিয়ান শহর মাতারোয়। তাঁর বাবা মরোক্কান এবং মায়ের বাড়ি বিষুবীয় গিনি। ২০১৪ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে ফুটবল পায়ে যাত্রা শুরু এই উইঙ্গারের। বার্সেলোনার ফুটবল একাডেমি 'লা মাসিয়া'র বয়সভিত্তিক দল থেকে তাঁকে বার্সার মূল দলে তুলে আনেন সাবেক কোচ জাভি হার্নান্দেজ। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের আলো কাড়ছেন এই কিশোর।

সেটি এতটাই যে কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে নাসরাউয়ির পোস্ট করা একটি ছবি ভাইরাল হয়। ছবিতে দেখা যায়, প্লাস্টিকের একটি বড় গামলার মধ্যে ছয় মাস বয়সী শিশু ইয়ামাল। লিওনেল মেসি সেই গামলার পাশে আয়েশ করে শিশু ইয়ামালকে গোসল করাচ্ছেন। ক্যাপশনে নাসরাউয়ি লিখেছিলেন, 'দুই কিংবদন্তির যাত্রা শুরু।' ইউরোর সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ইয়ামালের দুর্দান্ত সেই গোলের পর ছবিটি ভাইরাল হয়।

নাসরাউয়ির কাছে সেই ছবির ব্যাপারেও জানতে চাওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলছেন, তখন ২০ বছর বয়সী মেসির স্পর্শ কিংবা আশীর্বাদে ইয়ামাল আজ তারকা হয়ে উঠেছেন। নাসরাউয়ি এ প্রসঙ্গে মজা করলেও তার আগে বলেছেন, 'মেসির ছবিটি জীবনের কাকতালীয় ব্যাপার। তার যেখানে পৌঁছানোর কথা, সে তা পেরেছে।' এরপরই নাসরাউয়ির কাছে জানতে চাওয়া হয়, ইয়ামাল কি তবে মেসির আশীর্বাদপুষ্ট?

এই প্রশ্নে শুধু ইয়ামালের বাবা নন, পৃথিবীর সব বাবাই সম্ভবত একই উত্তর দিতেন। নাসরাউয়ির মুখেও একই সুর ফুটেছে, তবে একটু মজার ছলে, 'কিংবা মেসিই হয়তো আমার সন্তানের কাছ থেকে আশীর্বাদপুষ্ট। আমি জানি না। আমার কাছে আমার সন্তান সবকিছুতেই সেরা। সেটা শুধু ফুটবল নয়, ভালোবাসা, ব্যক্তি; সবকিছুতেই।' ইউরোর ফাইনাল মাঠে বসে দেখতে চান নাসরাউয়ি। রোববার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে স্পেন। এই ম্যাচ নিয়ে নাসরাউয়ি বলেছেন, 'শনিবার (স্থানীয় সময়) সকালে আমি জার্মানি যাচ্ছি। আশা করছি (শিরোপা) জেতা পর্যন্ত থাকব।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**